ইরাণের রাণী

ইংরাজী নাটক অবলম্বনে

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

প্রথম অভিনয়-রজনী—বুধবার ১৮ই আষাঢ়, ১৩৩০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র গুহ

আশীর্ব্বাদভাজনেষু

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

দাউদ শাহ	...	ইরাণের অধিপতি।
দারা	...	খোরাসানী যুবক।
ইসুফ	...	ঐ বন্ধু।
নাদের খাঁ	...	দাউদ শাহের জনৈক ওমরাহ।

প্রধান পুরোহিত, উজীরগণ, বিচারকগণ, ওমরাহগণ,
নাগরিকগণ, রক্ষিগণ, জহ্লাদ ইত্যাদি।

স্ত্রী

ইরাণের রাণী।

গুলরুখ	...	কৃষকবালিকা।

সহচরীগণ, বৃদ্ধা বাঁদী, নর্ত্তকী ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীচরণ ভরসা

ইরাণের রাণীর

পঞ্চাশৎ অভিনয়-উৎসব উপলক্ষে

আবাহন-গীতি

[বুধবার, ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৩১]

আজি এ মধু মিলন।
মুখে যে সরে না কথা
কতই গোপন ব্যথা
মরমে মরম দিয়ে বুঝ সুধীজন!
নিতি পথ চেয়ে থাকি,
প্রাণে প্রাণে মাখামাখি,
আস যাও পুনঃ কর উৎসাহ বর্দ্ধন।
বিগত পঞ্চাশ রাতি,
রেখে গেছ সুখ-স্মৃতি;
কি আছে নটের বল করি নিবেদন
প্রীতি-পুষ্প—করপুটে,
হৃদয় নাওগো লুটে,
বিনিময় ভালবাসা শুধু আকিঞ্চন।

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ইরাণের রাণীর

প্রথম অভিনয় রজনী—বুধবার, ১৭ই পৌষ, ১৩৩০

প্রথম রাত্রির অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

দাউদ শাহ	...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দারা	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
ইসুফ	...	শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
নাদের খাঁ	...	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গুপ্ত
রাণী	...	শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
গুলরুখ্	...	শ্রীমতী সুবাসিনী
নর্ত্তকী	...	শ্রীমতী নীহারবালা
বৃদ্ধা বাঁদী	...	শ্রীমতী কোহিনুরবালা
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	শ্রীযুক্ত পিয়ারা সাহেব ও শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চী
সহকারী ঐ ও হারমোনিয়ম বাদক	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
তবলা-বাদক	...	শ্রীসতীশচন্দ্র বসাক, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
নৃত্য-শিক্ষক	...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	...	শ্রীমাণিকলাল দে
আহার্য্য সংগ্রাহক	...	৺গোপাললাল আহীর

ইরাণের রাণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ইরাণের রাজধানী ইস্পাহান

সময়—দ্বিপ্রহর

[পশ্চাতের পটে অঙ্কিত ইস্পাহানের বৃহৎ অগ্নি-মন্দির দেখা যাইতেছে ; পারসিক গঠন, রঙিন পাথরের গাঁথ্‌নী, রাস্তার উপর হইতেই মন্দিরে প্রবেশ করিবার বৃহৎ সিঁড়ি ; সিঁড়ির দুই পার্শ্বে পাথরের দুইটী প্রকাণ্ড সিংহ। রঙ্গমঞ্চের দুই ধারের পটে সারি সারি বাড়ী। দক্ষিণ দিকে, সাধারণের ব্যবহার্য্য একটী ফোয়ারা ; উহা হইতে জল উঠিতেছে। ফোয়ারার চারিদিকে বসিবার প্রস্তর-বেদী ; নাগরিক ও নাগরিকাগণ উপাসনার জন্য সুসজ্জিত হইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।]

(দারা ও ইসুফের প্রবেশ)

ইসুফ। দোহাই দারা, এক পাত্র ঠাণ্ডাই না খেয়ে আর এক পাও ন'ড়তে পারছি না। তুমিও যেমন ? কে এক বেটা বব্বুলের ধাপ্পায় প'ড়ে,—(সুরে) "দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে প্রাণটা গেল হেঁচ্‌কা টানে !"

[ফোয়ারার পার্শ্বস্থ বেদীর উপর বসিয়া পড়িল]

দারা। দেখ ইস্থফ, জায়গাটা এইখানেই হবে ব'লে মনে হচ্ছে!

[একজন নাগরিক মন্দির মধ্যে যাইতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল]

মশাই, এই কি চক্? ঐ কি ইস্পাহানের বড় মন্দির?

(পথিক মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—হাঁ)

নমস্কার, নমস্কার। [পথিকের প্রস্থান।

ইস্থফ। অতঃপর?

দারা। এই বটে হে, এই বটে।

ইস্থফ। উঁহু, কভি নেহি; এই যদি চক্, তাহ'লে সরাবের দোকান কই চাঁদ?

দারা। (অঙ্গাবরণ হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন) দিবা ঠিক বারটা, ইরাণ সহর, চক্‌বাজার, মন্দিরের সাম্‌নে, শুক্রবার।

ইস্থফ। লোকটাকে চিন্‌ব কি ক'রে?

দারা। (পুনরায় পাঠ করিতে লাগিলেন) "আমি একটী বেগুনি-রঙের আংরাখা প'রে আস্‌ব, পিঠে রুপালি জরির কাজ, মাথায় তাজ।"

ইস্থফ। বাঃ বাঃ, একেবারে দ্বিতীয় পক্ষের বর! ইনিই তোমার বংশ-পরিচয় দেবেন?

দারা। হাঁ। এক মাস আগে আঙ্গুর ক্ষেতে কাজ ক'রছি, একটা লোক ঘোড়ায় চ'ড়ে এসে আমায় জিজ্ঞাসা কল্লে—"তোমার নাম দারা?" আমি বল্লুম "হাঁ"। তারপর একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বল্লে—"এই চিঠিখানা তোমারই বাপের এক বন্ধু তোমায় দিয়েছেন, যদি তুমি তোমার জন্ম-রহস্য জানতে চাও —আজ থেকে ঠিক একমাস পরে ইস্পাহানের চক্‌বাজারের

মন্দিরের সাম্‌নে ঠিক বারটার সময় হাজির থাকবে।" নাসীর আমার আপনার চাচা নয়, মানুষ ক'রেছে মাত্র। আমার নাকি জন্ম-রহস্য অদ্ভুত!

ইসুফ। বল কি হে? তুমি যে দিন-দুপুরে হারুণ-অল-রশীদের গল্প আরম্ভ কল্লে? তাহ'লে নাসীর সত্যি তোমার চাচা নয়? সত্যিই তুমি তোমার বাপ কে জান না?

দারা। না।

ইসুফ। কিছু মনে পড়ে না?

দারা। কিচ্ছু না।

ইসুফ। বড্ড বেঁচে গেছ। আমার মতন তাহ'লে কখনও বাপের হাতের কাণমলা খেতে হয় নি। আমার কাণ পাক খেয়ে খেয়ে লম্বা হ'য়েছে,—ঠিক যেন "গাধার কাণ"।

দারা। কাণমলা খাবার মত কাজ অবশ্য তুমি কখনও কর নি?

ইসুফ। কখনও না। শুধু শুধু কাণমলা খেয়েই তো বিগ্‌ড়ে গেলুম। ক'টার সময় মোলাকাৎ হবে বল্লে?

দারা। বারটা।

[মন্দিরাভ্যন্তরস্থ পেটা ঘড়িতে ১২টা বাজিল]

ইসুফ। ঐ শোন, বারটা তো বেজে গেল,—তোমার তিনি এলেন না—আর আস্‌ছেনও না। তুমিও যেমন! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন ছুঁড়ী আছে। বেটীর তোমার উপর নজর প'ড়েছে, তাই ধাপ্পা দিয়ে তোমায় এখানে আনিয়েছে। দেখ, ভাল চাও তো আমায় একটা সরাইখানা দেখিয়ে দাও। এস, এস। তোমার সে লোক আসবে না।

দারা। বোধ হয়, তোমার অনুমানই ঠিক।

[উভয়ে যাইবার জন্য যেমন অগ্রসর হইল, অমনি রঙ্গমঞ্চের অপর প্রান্ত হইতে বেগুনি রঙের পোষাক পরিয়া, নাদের অগ্নি-মন্দিরের অভিমুখী হ'লেন ; তিনি কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে, দারা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল।]

নাদের। তুমিই দারা? ঠিক সময়েই এসেছ।

দারা। আমার পিতা কি বেঁচে আছেন?

নাদের। (দারাকে নিরীক্ষণ করিয়া) ঠিক! তোমাতেই যেন তাঁকে দেখছি! ঠিক সেই রকম আকৃতি, সেই রকম গঠন, তেমনি মুখশ্রী—বাহ্যিক সাদৃশ্যে কোন প্রভেদ নাই। মনে হয়, অন্তরও তোমার তাঁরই মত হবে!

দারা। আমার পিতার কথা বলুন।

নাদের। কারও সাক্ষাতে তা বলবার নয়।

দারা। ইনি আমার একমাত্র বন্ধু ; এঁর কাছে আমার কোন কথা গোপন নাই ; আমরা যেন দুই ভাই!

নাদের। আমার কথা অতি গোপনীয় ; সে কথা পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন আর কেউ শুনবে না,—ওঁকে যেতে বল।

দারা। (ইসুফের প্রতি জনান্তিকে) ভাই, এক ঘণ্টা অন্যত্র অপেক্ষা করগে। ইতি তো জানেন না, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধ কি ; মাত্র এক ঘণ্টা—তার পরেই এস।

ইসুফ। (জনান্তিকে) লোকটার সঙ্গে কথা ক'য়ো না—ওর চোখ দুটো দেখলে ভয় হয়!

দারা। (হাসিয়া) আরে না না! ও হয় তো ব'লবে আমি কোন রাজপুত্র! এরপরে দু'জনে ব'সে খুব রাজাগিরি করা যাবে। ঘণ্টা খানেক বই তো নয়?

ইসুফ। বেশ ভাই! (স্বগতঃ) বড় ভাল বোধ হ'চ্ছে না।

[প্রস্থান।

দারা। (নাদেরের নিকট গিয়া) এইবার বলুন, আমার পিতা কে?

[ফোয়ারার বেদীর উপর বসিলেন]

তিনি কি খুব লম্বা ছিলেন? মাথার চুল কি খুব কালো ছিল? কেমন কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর? তিনি কি খুব বড়লোক ছিলেন? বীর? যোদ্ধা? সময়ে সময়ে আমার মনে হয়, আমি যেন কোন সম্রাট্-পুত্র! তিনি কি কোন দেশের রাজা?

নাদের। রাজাই বটে।

দারা। (গর্ব্বিত ভাবে) তাহ'লে তাঁকে দেখলে সকলে ভয় ক'রত? তিনি যখন ঘোড়ার উপরে যেতেন, লোকে মনে ক'রত যে দেবদূত এসেছে? যখন হেঁটে বেড়াতেন, তখন সকলের মাথার উপর তাঁর মাথা উঁচু হ'য়ে থাকত?

নাদের। (দারার কাঁধে হাত রাখিয়া) হাঁ, সকলের মাথা ছাড়িয়ে তাঁর মাথা উঠেছিল ব'লেই ঘাতকের কুঠার সে মস্তককে ধূলিশায়ী ক'রেছিল!

দারা। (লম্ফ দিয়া উঠিয়া) সে কি! কে আপনি কবরের অন্ধকার ভেদ ক'রে এখানে এসেছেন এই নিষ্ঠুর সংবাদ দেবার জন্যে?

নাদের। এখানে আমাকে সকলে জানে সর্দ্দার নাদের; কিন্তু এক দিন আমি খোরাসানের বড় ওমরাহ ছিলেম। আর সব চেয়ে আমার গর্ব্বের পরিচয় ছিল তোমার পিতার অকৃত্রিম বন্ধু শাহ মোবারক।

দারা। (তাহার হাত খানি ধরিয়া) আমার পিতার কথাই বলুন।

নাদের। তোমার পিতা ছিলেন খোরাসানের অধিপতি, তাঁর নাম

ছিল জাফর শা। কতবার তাঁর তীক্ষ্ণধার তরবারি গ্রীক সৈন্যের রক্তে রঞ্জিত হ'য়েছে, কে তার সংখ্যা রাখে? তাঁর যুদ্ধের পতাকা—

দারা। না—না—তাঁর মৃত্যুর কথা বলুন—তাঁর মৃত্যু!

নাদের। স্থির হও, সেই কথাই ব'লছি। গ্রীকদের সঙ্গে একটা খণ্ডযুদ্ধে এক বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক প্রতারিত হ'য়ে তিনি বন্দী হন! তারপর, লোকে যেমন ঘোড়া কি উটকে শেকল বেঁধে বাজারে বিক্রী করে, তেমনি ক'রে—কি ব'লব দারা—তেমনি ক'রে তোমার পিতাকে, খোরাসানের অধিপতি জাফর শাকে —এই ইস্পাহানের হাটে এনে বেচে যায়, তাঁরই এক অকৃত্রিম বন্ধু—যাকে তিনি নিজে না খেয়ে খাইয়েছেন, রাস্তার ধূলো থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ ক'রেছেন, ছায়ার মত সঙ্গে ক'রে বেড়িয়েছেন। তারপর, সেই নরাধম তাতেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে, নিজের কাজ গোছাবার জন্যে সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহকে ঘাতকের কুঠারের নীচে হাসি মুখে তুলে দিয়েছে! ওঃ! অকৃতজ্ঞ শয়তান!

দারা। কে সে? সে কি এখনও বেঁচে আছে? কে সে?

নাদের। তারই কাছে তোমাকে নিয়ে যাব!

দারা। এই ছুরী সোজা তার বুকে বসিয়ে দেব। এই ছুরী—আমার পিতৃহন্তার বক্ষ-শোণিতে যে প্রতিশোধ নেবে—তা পৃথিবীর কেউ কখনও কল্পনাও করে নি। কোথায় সে বলুন—কোথায় গেলে তার দেখা পাব? ওঃ! এত বড় বিশ্বাসঘাতককে পৃথিবী এখনও বহন ক'রছে? আমার পিতার শোণিত দিয়ে সে নরাধম কি পেয়েছে?

নাদের। কি পায় নি?—বিস্তৃত রাজ্য, সম্রাটের ঈপ্সিত ঐশ্বর্য্য—কি নয়?

দারা। তার সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে তিন হাত মাত্র মাটী তার শেষ আশ্রয়স্থল হবে। সে কোথায়? সে নরপ্রেত? সে পিশাচ? তাকে একবার দেখিয়ে দিন। সে যদি লৌহবর্ম্মে আপাদ-মস্তক আবৃত ক'রে থাকে, সহস্র সহস্র মুক্ত তরবারি যদি তাকে ঘিরে রাখে—তবু আমি এই ছুরী দিয়ে তার হৃদ্‌পিণ্ড টেনে বার ক'রে এনে, এম্‌নি ক'রে পা দিয়ে মাড়িয়ে, মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

নাদের। মূর্খ! তাতে কি প্রতিশোধ হবে? মৃত্যু?—যে জন্মেছে, সেই তো ম'রবে! আর এমনি হঠাৎ মৃত্যু—সে তো সকলেরই বাঞ্ছনীয়! তোমার পিতা বিশ্বাসহন্তা কর্ত্তৃক প্রতারিত হ'য়েছিলেন—সে বিশ্বাসঘাতক তোমার পিতাকে বিক্রয় ক'রেছিল—মনে রেখ—তোমাকেও তাই ক'রতে হবে। আমি তোমাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, তুমি তার বাড়ীতে থাকবে। বিশ্বাসী অনুচরের মত তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে। একাসনে ব'সে তার সঙ্গে পান ক'রবে—আহার ক'রবে।

দারা। ওঃ! বিষাক্ত অন্ন!

নাদের। কিন্তু উপকরণ অতি উপাদেয়! প্রতিহিংসা সে কটু ভোজ্যকে সুমিষ্ট ক'র্‌বে। তুমি তার অকৃত্রিম বন্ধু হবে, তার কোন গোপন কথা তোমার অগোচর থাকবে না—সে তোমায় হাসতে বল্লে তুমি হাসবে, তাকে চিন্তিত দেখলে তোমার মুখ ভার ক'রবে। তারপর, যখন ঠিক সময় হবে—

[দারা তার কটিস্থ তরবারি ধরিল] না—না—অত ত্রস্ত নয়। এত সহজে উত্তেজিত হ'লে, প্রতিশোধের মত প্রতিশোধ নিতে তুমি কখনই পারবে না।

দারা। আপনি আমায় জানেন না ; আপনি সেই বিশ্বাসঘাতককে আমায় দেখিয়ে দিন—বলুন সে কে ? আমি আপনার আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রব।

নাদের। তারপর যখন সময় হবে, নরাধম যখন তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রবে ;—যখন বুঝবে, আমাদের অভিসন্ধি আর ব্যর্থ হবে না—তখন কোন গুপ্তচরের দ্বারা আমি তোমায় সংবাদ দেব।

দারা। তবে বলুন—কি ক'রে তাকে হত্যা ক'রব ?

নাদের। সেইদিন রাত্রে তুমি গোপনে তার শয়ন কক্ষে প্রবেশ ক'রবে। সেই দিন রাত্রেই—মনে রেখ'।

দারা। বলুন, আমি কখনও ভুল্‌ব না।

নাদের। যদি দেখ সে ঘুমুচ্ছে—বিশ্বাসহন্তারা ঘুমোয় কি না জানি না—তুমি তাকে জাগাবে। তার টুঁটী চেপে ধ'রবে—হাঁ—ঠিক অমনি ক'রে! তার পর তোমার পরিচয় তাকে দেবে। ব'লবে,—কার রক্ত তোমার ধমনীতে ; আর—কি প্রতিশোধ তুমি নিচ্ছ। সে নিশ্চয়ই তোমার দয়া ভিক্ষা ক'রবে। তার প্রাণের বিনিময়ে তোমাকে অর্থ দিতে চাইবে, সম্পদ দিতে চাইবে, হয় তো তার যথাসর্ব্বস্ব দিতে চাইবে ; তুমি সবই প্রত্যাখ্যান ক'রবে। তারপর ধীরে ধীরে তাকে মৃত্যুর তীব্রতা আস্বাদন করাবে। প্রতিজ্ঞা কর, আমার কথা না পেলে তুমি তাকে হত্যা ক'রবে না ? নইলে তুমিও

তোমার পথ দেখ, আমিও আমার পথ দেখি। তোমার পিতৃহন্তার পরিচয় তোমার নিকট চির-অজ্ঞাত থাকুক।

দারা। আমার পিতার তরবারি স্মরণ ক'রে আমি শপথ ক'রছি—

নাদের। কোথায় তোমার পিতার তরবারি? একজন সামান্য ঘাতক বধ্যভূমিতে সে তরবারি খণ্ড খণ্ড ক'রেছে।

দারা। তবে আমার পিতার কবরের শপথ—

নাদের। কবর? কার কবর? তোমার পিতার?—কে তাঁর কবর দিয়েছিল? আমি স্বচক্ষে দেখেছি,—সেই মহাত্মার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে—ধূলোয় ছড়িয়েছে—বাতাসে উড়িয়েছে! তাঁর সেই গর্ব্বোন্নত শির বর্ষায় বিদ্ধ ক'রে,—এই ইস্পাহানের হাটে বাজারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

দারা। ওঃ! ওঃ! পিতা—পিতা! তোমার পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি,—তোমার নিষ্ঠুর হত্যার বিভীষিকা আমার সম্মুখে রেখে প্রতিজ্ঞা করছি—মহাশয়, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন—আপনার আজ্ঞা, আপনার সঙ্কেত না পেলে, আমি সে বিশ্বাসঘাতককে হত্যা ক'রব না। বলুন, আপনার সঙ্কেত কি?

নাদের। (অঙ্গাবরণ হইতে একখানি ছুরী বাহির করিয়া) এই ছুরী! এই তোমার পিতার কটিদেশে শোভা পেত'—এই ছুরী।

দারা। কই, দেখি—দেখি? আমার প্রতি কি আমার পিতার কোন আদেশই ছিল না?

নাদের। তিনি তো তোমায় কখনও দেখেন নি। বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক যখন তিনি বন্দী হন, তাঁর অনুচরদের মধ্যে একা আমিই

কেবল পালাতে পেরেছিলাম। আমি যখন সেই দুঃসংবাদ নিয়ে তোমার মাকে দিই,—

দারা। আমার মা! আমার মা!—আমার মা-ই বা কোথায়?

নাদের। আহা! সাধ্বী সতী সেই দুঃসংবাদ শুনেই মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়লেন, সেই অবস্থায় মাতৃগর্ভ হ'তে তুমি ভূমিষ্ঠ হও। কিন্তু তাঁর সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গল না! স্বর্গের দ্বারে তোমার পিতার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রতেই তিনি যেন আগেই এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

দারা। বিশ্বাসহন্তা কর্ত্তৃক পিতার হত্যা—মাতার মৃত্যু! একি! আমি যেন এক অবরুদ্ধ দেশে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছি, আর আপনি একি দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ আমার সম্মুখে এনে ধ'রছেন? আমায় নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিন! আমি আর শুনতে পারছি না!

নাদের। শত্রুর ভয়ে তোমার মাতার মৃত্যুর পর আমি রটিয়ে দিই—যে, তিনি এক মৃত সন্তান প্রসব ক'রে ইহলোক ত্যাগ ক'রেছেন। তারপর আমারই এক বিশ্বস্ত অনুচর—প্রভুভক্ত, নাসীরের কাছে তোমায় রেখে আসি। তারপর তো সবই তুমি জান।

দারা। এর পরে আমার পিতার সঙ্গে আপনার আর সাক্ষাৎ হ'য়েছিল?

নাদের। হাঁ হ'য়েছিল। আমি ঘেসেড়া সেজে তোমার পিতার কারাগারে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ করেছিলেম।

দারা। (নাদেরের হাত ধরিয়া) আপনি অতি মহৎ!

নাদের। কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে, তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি,

তোমার জন্মের কথা তাঁকে বলি। আমার এখনও বেশ মনে আছে, ছেলে হ'য়েছে শুনে তাঁর মুখটা একবার উল্লাসে জ্বলে উঠল। সাগ্রহে আমার হাত দুটী ধ'রে এই ছুরী আমায় দিয়ে বল্লেন, "ভাই! ছেলে যদি আমার বেঁচে থাকে, এই ছুরী দিয়ে আমার এই হীন মৃত্যুর প্রতিশোধ তাকে নিতে বোলো!"

দারা। (নতজানু হইয়া) আমার স্বর্গগত পিতার প্রতিভূ স্বরূপ আমি আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। আপনার ঋণ কখনও পরিশোধ ক'রতে পারব না। আপনাকে সেলাম। বহুত বহুত সেলাম। আমার পিতৃহন্তার নাম?

নাদের। এখনি শুন্‌বে। ইরাণ-অধিপতি তাঁর সহচরদের নিয়ে এই দিকেই আসছেন।

দারা। তাতে কি এল গেল? বলুন, কি তার নাম?

নাদের। সকলকেই ভব্য ব'লেই মনে হ'চ্ছে না?

দারা। অনুগ্রহ ক'রে বলুন তার নাম কি?

(স-পারিষদ ইরাণের অধীশ্বর দাউদ শাহার প্রবেশ)

নাদের। (খুব তাড়াতাড়ি) যার সম্মুখে আমি নতজানু হ'য়ে ব'সব, জান্‌বে সেই তোমার পিতৃহন্তা। নজর রেখ'।

[দারা কটিদেশস্থ ছুরিকায় হাত দিল]

নাদের। এরই মধ্যে ভুলে যাচ্ছ কেন? হাত নামাও! [নতজানু হইয়া ইরাণ-অধিপতির সম্মুখে বসিলেন] আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন, সম্রাট্!

দাউদ। আরে কেও? নাদের খাঁ? সর্দ্দার নাদের? তোমারই

জমীদারীতে সেদিন শিকার ক'রতে গিয়েছিলেম, তারপর থেকে আর তোমায় দেখি নি—না? এতদিন কি বাড়ী ব'সে ব'সে মালা জপছিলে? জীবনে যত পাপ করেছ, অতি বৃদ্ধদের মত ব'সে ব'সে তা গুণছিলে বুঝি? (সহসা দারাকে দেখিয়া) কে ও? (বলিয়া চমকাইয়া উঠিলেন)

নাদের। জাঁহাপনা! আমার ভাগ্নে। বয়েস হ'য়েছে, তাই নিয়ে এলেম সঙ্গে ক'রে, যদি আপনার চরণ-তলে একে স্থান দেন।

দাউদ। (দারার মুখপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) কি নাম এর?

নাদের। জাঁহাপনা! বালকের নাম—দারা জোবেয়ার।

দাউদ। বাড়ী কোথায়?

নাদের। খোরাসান।

দাউদ। খোরসানি! (দারার প্রতি) আমি একজনকে জানতেম; যার চোখ দুটী ছিল ঠিক তোমারই মত। কিন্তু সে ম'রেছিল অপুত্রক। তুমি কাজ চাও? কি কাজ? বীরের ন্যায় আকৃতি, যুদ্ধ ক'রতে পারবে? আমাদের সৈন্যের অভাব। (নিজ পারিষদগণকে দেখাইয়া) এঁরা সব অতিরিক্ত সাধু! সর্ব্বদা খোস্‌বো মেখে থাকেন; খোস্‌মেজাজি। রক্তপাত্র ভালবাসেন না। যদি উন্নতি ক'তে চাও—এঁদের মত বেশী সৎ হ'লে পারবে না।

১ম পারি। (জনান্তিকে অপরকে) হুল ফোটাচ্ছে, দেখছ?

দাউদ। এঁরা সব দরের লোক;—এঁদের মধ্যে কেউ কেউ খুব উঁচু দরেই বিকোন্! কোন বিষয়েরই বাড়াবাড়িটা কিছু নয়! মাত্রাধিক্যের প্রশ্রয় দিতে নেই। তুমি ছেলেমানুষ, সংসারে

প্রথম ঢুক্‌ছ—সংসারে খুব হিসেব ক'রে চ'ল্‌তে হয়। সহসা কোন কাজ করো না। প্রথম ঝোঁকের কাজগুলো প্রায়ই ভাল হয়, কিন্তু তাতে নিজের ক্ষতি।

দারা। (স্বগতঃ) সর্প-জিহ্বায় বিষ উদ্গীরণ ক'র্‌ছে।

দাউদ। যাতে শত্রু বৃদ্ধি হয় এমন কাজ ক'রবে। যার শত্রু নেই—জানবে, তার কোন গুণ নেই। তার দিকে সংসারের কেউ বড় ফিরেও চায় না। শক্তির পরিচয় এইখানেই। কিন্তু, সকলেরই সঙ্গে হেসে কথা কইবে; সকলেই যেন ভাবে, তুমি তাদের কি বন্ধু!—তারপর মুঠোর মধ্যে পেলে, তাদের টিপে মার, তাতে কিছু আসে যায় না।

নাদের। (দারার প্রতি) শুনছ?

দারা। হাঁ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

দাউদ। অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হ'য়ো না। খালি হাতটা ভাল নয়। জীবনে যদি সিংহের ভাগ বাঁটোয়ারা ক'রে নিতে চাও,—শেয়ালের চামড়া প'রে থাকবে। ও জিনিষটা ঠিক খাপ খাবে; এমন মজার চামড়া নয়! রোগাই হ'ক, মোটাই হ'ক, ঢ্যাঙ্গাই হ'ক্‌, আর বেঁটেই হ'ক,—ওর জামা সকলের গায়েই সমান খেপে যায়।

দারা। জাঁহাপনা! আপনার উপদেশ আমি স্মরণ রাখব।

দাউদ। বেশ! বেশ! আমি আমার পাশে কাজের লোক চাই, ভাবুক চাই না! প্রতিপদে হীন সন্দেহ—প্রতিপদে হিসেব—কাজে হাত দিলুম—পারলুম না—ঐ একটা মহাপাপ আমি জীবনে কখনও করি নি। আমি আশে পাশে মানুষ চাই—মানুষ! বিবেক জিনিষটা কেমন জান?—কাপুরুষরা যেমন

লড়াই ক'রতে গিয়ে পালিয়ে ঢালের অন্তরালে আত্মরক্ষা করে। আমার কথা বেশ বুঝতে পারছ ?

দারা। হাঁ জাঁহাপনা! আপনি যা বললেন, প্রতিপদে আমি সেইভাবে চ'লতে চেষ্টা ক'রব।

দাউদ। বেশ, আজ থেকে তোমাকে আমাদেরই মধ্যে একজন ব'লে গণ্য ক'রব। [দারার মস্তক স্পর্শ করিতে গেলেন, দারা চমকাইয়া উঠিল ; নাদের দারাকে ইঙ্গিত করায় দারা দাউদের সম্মুখে নতজানু হইয়া অভিবাদন করিল]—আজ থেকে তোমার স্থান আমার পার্শ্বে।

দারা। (সেলাম করিয়া) জাঁহাপনার জয় হ'ক !

দাউদ। ছেলেটী বেশ! সুন্দর, সুপুরুষ। (পারিষদগণের প্রতি) আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন। (হাসিয়া) আপনারা সকলেই বিবাহিত কিনা ? চলুন, দেখি রাণীর উপাসনা শেষ হ'ল কিনা ? পুরোহিতের মন্ত্র ও দাড়ী, দুইই লম্বা ; দুইই একটু ছোট হওয়া আবশ্যক। নাদের খাঁ! আপনিও কি আমাদের সঙ্গে যাবেন ?

নাদের। জাঁহাপনা! আমার একটু কাজ আছে।

দাউদ। বেশ! যুবক, তুমি প্রাসাদে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো। আসুন সকলে।

[সকলে মন্দির অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

দারা। (কিছুক্ষণ পরে) এই নরাধম ইরাণের অধিপতি আমার পিতাকে বিক্রয় ক'রেছিল ? তাঁকে হত্যা ক'রে এই ঐশ্বর্য্য কিনেছিল ? আর আমি নতজানু হ'য়ে, তাকেই সেলাম কল্লেম ?

নাদের। অনেকবারই এই রকম ক'রতে হবে।

দারা। অনেকবার ?

নাদের। হাঁ। ভুলে যেওনা—কি প্রতিজ্ঞা ক'রেছ ?

দারা। এই প্রতিজ্ঞাই আমাকে পাষাণ ক'রে দেবে।

নাদের। আমিও চল্লেম, ঠিক উপযুক্ত দিনে তুমি আবার আমার দেখা পাবে।

দারা। আপনি বেশী বিলম্ব ক'রবেন না।

নাদের। আমি ঠিক সময়েই আসব, তুমি প্রস্তুত থেকো।

দারা। আপনি কিছু ভয় করবেন না।

নাদের। ঐ তোমার সেই বন্ধুটী আসছে, ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও। এখান থেকেও—তোমার মন থেকেও।

দারা। এখান থেকে বটে—কিন্তু আমার মন থেকে নয়।

নাদের। হাঁ! তোমার মন থেকেও। যতক্ষণ তুমি তা না ক'রছ, আমি এখান থেকে যাচ্ছি নি।

দারা। তাহ'লে কি আমার কোন বন্ধুও থাকবে না ?

নাদের না, প্রতিহিংসাই আজ থেকে তোমার একমাত্র বন্ধু, আর কেউ নয়।

দারা বেশ, তবে তাই হ'ক।

(ইসুফের পুনঃ প্রবেশ)

হ'য়েছে দারা ?—তোমার কাজ মিটেছে ? এস, একি ? তোমার মুখ এমন মলিন কেন ? কি হ'য়েছে তোমার ? কি খবর বল তো ?

দারা। ইসুফ, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হ'ল।

দারা। (নাদেরের নিকটে গিয়া) কেমন, আপনি খুসি হ'য়েছেন? দেখলেন তো, এতদিন যে আমার একমাত্র বন্ধু ছিল, তাকে কি ক'রে ত্যাগ কল্লেম?

নাদের। আমি তোমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হ'য়েছি। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারি। এই ছুরী—তোমার পিতার ছুরী—এই বাঘের চামড়ার খাপ দিয়ে ঢাকা—দেখে রাখ, চিনে রাখ—সময় হ'লেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তারপর তোমার যথা কর্ত্তব্য কোরো।

দারা। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।

[নাদেরের প্রস্থান।

দারা। হে ঈশ্বর! হে অনন্ত শক্তির আধার! যদি এই হৃদয়ের নিভৃত কোণে স্নেহ মমতা করুণার কণামাত্র এখনও কিছু অবশিষ্ট থাকে—হে সর্ব্বশক্তিমান্!—তুমি তাকে ধ্বংস কর! এ হৃদয় আজ থেকে পাষাণের হৃদয় হ'ক! শোণিতে অগ্নির প্রবাহ ছুটুক! প্রতি মাংসপেশী বজ্রতুল্য কঠোর হ'ক! আজ থেকে আমার আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে একমাত্র বন্ধু প্রতিহিংসা—একমাত্র আত্মীয় প্রতি-হিংসা—একমাত্র সঙ্গী প্রতিহিংসা! আজ থেকে এই প্রতিহিংসা ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ ক'রবে। আমি তার সঙ্গে গল্প ক'রব, তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইব, মানস-কুসুমের হার গেঁথে তার গলায় পরাব; সে তৃষ্ণায় শীতল জল আমার মুখে ধ'রবে, ক্ষুধায় আমার সম্মুখে অন্ন বেড়ে দেবে;—আমি অবসন্ন হ'লে, অতি যত্নে

আমার শয্যা পেতে দেবে, আমি নিদ্রা গেলে আমার কাণে স্বপ্নের সুরে ঝঙ্কার তুলবে—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতি-হিংসা! [ছুরিকা বাহির করিয়া] হে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীর শাস্তি-বিধাতা! তোমার স্বর্গস্থ দেবদূতকে অগ্নির অক্ষরে লিখে রাখতে আদেশ কর—আজ এই মুহূর্ত্ত হ'তে যতদিন না আমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিই;—আমি প্রতিজ্ঞা করছি,—ততদিন আমার অন্য চিন্তা নাই, অন্য কার্য্য নাই, অন্য সুহৃদ্ নাই! বন্ধুত্বের বন্ধন, রমণীর প্রেম, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ—[মন্দির-অভ্যন্তর হইতে ইরাণের রাণী অবতরণ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে বহু লোক, ভৃত্য, সহচরী; উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের উপর পড়িল; ইরাণের রাণী রঙ্গমঞ্চ হইতে অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দারাকে দেখিলেন, দারার হাত হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার ছুরী পড়িয়া গেল।]

দারা। এঁ্যা—কে?

জনৈক নাগরিক। ইরাণের রাণী।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পল্লীগ্রামস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্র

কাল—অপরাহ্ন

[পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে; নিম্নে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, উপত্যকায় সারি সারি দ্রাক্ষাক্ষেত্র—একটী বৃক্ষস্থ দোলায় বসিয়া গুলরুখ, গান গাহিতে-ছিল—দোলাটী ধীরে ধীরে দুলিতেছে।]

গুলরুখ।—

[গীত]

দোলে দোলে হিয়া মধুর ধীর পবনে!
জাগে জাগে প্রাণ অধীর মদির স্বপনে॥
বাঁশী ঘন ফুকারে,
চিত শিহরে—
সখি, কে গো অতিথি ওই দাঁড়ায়ে দুয়ারে?
আমি চাহিতে ফিরায় মুখ লাজ-জড়িত নয়নে॥
যেন চ'লে নাহি যায়, তোরা ধ'রে নিয়ে আয়,
অভাগী কপালে—যদি গো পালায়!—
আমি ডালি দিব মোর প্রণয়ের ফুল
ও দুটী চরণে॥

নাঃ! একলা গান আর ভাল লাগে না! সেই কখন গেছে, আর এখনও ফেরবার নামটী নেই! আচ্ছা, আমার প্রাণ তাকে না দেখলে যেমন ব্যাকুল হয়—তার কি তেমন হয়? বোধ হয়, হয় না!—না না, তারও প্রাণ নিশ্চয়ই এমনি ব্যাকুল হয়। শুনেছি মনের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ আছে। একজনের মন কাঁদলে, আর একজনের কাঁদে। তা যদি না হয় তা হলে ভালবাসার সবই মিছে! তাইত? এত দেরী

তো কোন দিন করে না? সেই সকাল বেলা বেরিয়েছে,—সন্ধ্যে হয়! আমি গুণে বলতে পারি, ক'দিন এতক্ষণ তাকে দেখি নি! [অন্তরালে গমন।

[কৃষকবালাগণের প্রবেশ ও গীত]

আঙ্গুর ক্ষেতের আনার সেজে কোথায় মোদের রাণী।
তার রূপের দেশের প্রজা মোরা, সে যে মোদের জানি॥
আমরা ফুলের মুকুট যতন ক'রে পরাই যে তার শিরে,
ঝুম্‌কো ফুলের নূপুর পরাই চরণ দুটী ঘিরে;
গোলাপ ফুলের ফোটা কুঁড়ি, তার কিশোর তনু খানি—
সে হাস্‌লে হাসি কাঁদলে কাঁদি, সে যে মোদের রাণী।
গান গেয়ে ঘুম পাড়াই তারে, গান গেয়ে রোজ তুলি,
তার চাঁদের মতন মুখটী দেখে সকল জ্বালা ভুলি;
তার নয়ন দুটী স্নেহের ধারা, সুধার ঝারা বাণী—
আঁধার ঘরের রোশনী সে যে, সে যে মোদের রাণী।

(গীতান্তে গুলরুখের পুনঃ প্রবেশ)

১মা। কি লো! এখানে একলাটী কেন? আমরা তোকে যে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ! চল্, ঝরণায় জল আনতে যাবি না!

গুল। বোন্! আজ আর আমি যাব না; তোরা যা! আজ আমার শরীরটা ভাল নেই।

১মা। শরীর, না মন?

গুল। দুই-ই।

১মা। তবে চল্ রে, আমরাই যাই; রাণীর হুকুম তো অমান্য ক'রতে পারি না। [কৃষকবালাগণের প্রস্থান।

গুল। কি হ'ল আজ দারার?

(অন্য দিক হইতে ধীরে ধীরে ইসুফের প্রবেশ)

একি ! ইসুফ—তুমি একা যে ? দারা কোথায় ? [ইসুফ কথা না কহিয়া একটু দূরে বসিয়া পড়িল] একি ! ইসুফ ?—তুমি কথা ক'চ্ছ না যে ? দারাকে কোথায় রেখে এলে ? তুমি একা কেন ? [ইসুফ নিরুত্তরে ঘাড় নীচু করিয়া রহিল] কি হয়েছে তোমার ইসুফ ? তুমি কথা ক'চ্ছ না কেন ? তুমি শীঘ্র বল— দারা কোথায়, কেমন আছে ? এল না কেন ?

ইসুফ। সে আর আসবে না !

গুল। আসবে না ? এ তুমি কি ব'লছ ? সে কোথায় যাবে ?

ইসুফ। তা জানি না !

গুল। একি ! তোমার হেঁয়ালি তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না ?

ইসুফ। গুলরুখ্ ! সে বড় লোক !

গুল। বড় লোক ? কার কথা ব'লছ ?

ইসুফ। দারার।

গুল। তুমি কি সিরাজী খেয়েছ ? ব'লে দেব চাচাকে ? এইজন্য বুঝি সহরে গিয়েছিলে ? তুমি একলা এলে কেন ?

ইসুফ। গুলরুখ ! যদি এই আঙ্গুর ক্ষেতের সমস্ত আঙ্গুর চুঁইয়ে মদ ক'রে খেতুম, তবুও আজ আমার নেশা হ'ত না ! তোমায় সত্যি বলছি, দারা আর এখানে আসবে না। সে আমাদের কেউ নয় ! সে গরীব চাষী নয়—নাসীর মিঞা তার চাচা নয়— আমি তার দোস্ত নই—তুমি তার কেউ নও !—সে বড় লোক,—যে মুহূর্ত্তে শুনলে যে আমীর ;—সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সব ভুলে গেল ! হা রে দুনিয়া !

গুল। বল কি ইসুফ ?—তুমি বিদ্রূপ ক'রছ না তো ?

ইসুফ। না বোন্! প্রাণ নিয়ে কেউ কি কখনও বিদ্রূপ ক'রতে পারে? তাতে আমাতে সহরে গেলুম—যাবার আগে তো কিছু ভাঙ্গে নি, সেখানে গিয়ে বল্লে ——

গুল। কি বল্লে?

ইসুফ। বল্লে, এক মাস আগে এইখানে কে একখানা চিঠি তাকে দিয়ে গিয়েছিল। যে চিঠি দিয়েছিল তাকে দেখবার জন্য আজ যাই। ইস্পাহানের বাজারে, কি ব'লে তার মাথা বিগ্‌ড়ে দিলে, একটা লোক,—তার চোখ দুটো দেখলে ভয় হয়। আমি কত বল্লুম—চাচার কথা বল্লুম, তোমার কথা বল্লুম—কিছুই কাণে তুললে না। আঙ্গুর তুলে নিয়ে তার শুকনো পাতা যেমন লোকে হেলায় ফেলে দেয়, তেমনি আমাদের ফেলে দিলে! একবার ফিরেও দেখলে না। বল্লে—সে নাকি তার বাপ পিতামহের অগাধ সম্পত্তি পেয়েছে। আমি চাকরের মত তার সঙ্গে থাকতে চাইলুম, তবু সে ফিরিয়ে দিলে। বেইমান!—— মানুষ বেশ থাকে—হঠাৎ যেমনি পয়সা পায়, তেমনি বেইমান হয়। বেইমান!

গুল। ইসুফ! তোমার কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। দেখছি সে তো আসে নি। তোমার মুখ শুকনো—তোমার চোখ লাল—বোধ হয় তুমি খুব কেঁদেছ? তোমার কথা তো মিথ্যে নয়!—সত্যিই সে আমাদের কেউ নয়?

ইসুফ। তাই তো বোধ হ'ল! রক্তের টান থাকলে সে কি তার চাচাকে ছেড়ে চ'লে যেতে পারত?

গুল। আমার কথা কিছু ব'ললে না?

ইসুফ। না। তবুও আমি তোমার নাম ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা কল্লুম;—

গুল। না?

ইসুফ। না।

গুল। সেই ছেলেবেলা থেকে আজ এই ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত, আমরা তিন জনে এক দণ্ডও ছাড়াছাড়ি হই নি। তুমি আমি দারা, তিনজনেই আমরা পড়শী—তিনজনেই খেলুনি। সে সব ভুলে গেল?

ইসুফ। সব ভুলে গেল!

গুল। কথ্খন না। আমার বোধ হয়, কেউ তাকে যাদু ক'রেছে! বোধ হয় সে লোকটা কোন যাদুর সর্দ্দার; বোধ হয় তাকে কি খাইয়ে তার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। তুমি কেন তাকে ফেলে এলে? আমি হ'লে, যতক্ষণ না সে আমায় হত্যা ক'রত, ততক্ষণ আমি তার সঙ্গ ছাড়তুম না। সে যে সহজে আমাদের ভুলতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করি না।

ইসুফ। বহিন, তুই ছেলেমানুষ! তুই রূপেয়ার কারসাজী জানিস না। রূপেয়া বাপকে পর করে, মাকে পর করে, দোস্তের বুকে ছুরী বসায়, পিয়ারার টুঁটী চেপে মারে!

গুল। চল দেখি, নাসীর চাচাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্যি সে তার চাচা কি না? তাকে কোথায় রেখে এলে বল্লে?

ইসুফ। ইস্পাহান সহরে।

গুল। এখান থেকে কতদূর?

ইসুফ। ছ' ক্রোশ!

গুল। সেখানে গেলে তাকে খুঁজে বার করা যাবে না? আর তার সঙ্গে দেখা হবে না?

ইসুফ। না! আর দেখা হ'লেও কোন লাভ নেই। সে আমাদের

চিনতে পারবে না—চিনবেও না। গুলরুখ্, আমি তাকে ভুলবো—তুমিও তাকে ভুলে যাও!—সেই বেইমান!

গুল।— [গীত]

বল তারে ভুলি কেমনে?
সে যে গো প্রাণের প্রাণ, বাঁচিব কি সে বিহনে॥
ভুলে যদি থাকে ভাল, তবে ভুলে থাক্ সে ভাল;
ভোলার ব্যথা বুকে নিয়ে, জ্বলবো মোরা নিশি দিনে॥

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ—দরবার-কক্ষ, দুইপার্শ্বে সুবৃহৎ দরজা, অতিক্রম করিলেই একটী টানা বারান্দায় পড়া যায়। বারান্দাটী লাল পাথরের; উহার উপর দাঁড়াইলে সহরের কতকাংশ বেশ দেখা যায়; মধ্যস্থলে একখানি চাঁদোয়া খাটান; তাহার নিম্নে পাশাপাশি তিনখানি সিংহাসন; ঘরটী বসিবার আসন দিয়া সাজান। ছোট ছোট চৌকী, তাহার উপর স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র সাজান। রাজপারিষদগণ বসিয়া আছেন; নর্ত্তকী নৃত্য-গীত করিতেছিল। নিম্নে রাস্তা হইতে নাগরিকগণ মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছিল;—

"আমরা না খেতে পেয়ে ম'রে গেলুম। দোহাই রাজা! আমাদের খেতে দাও। খেতে দাও।"

[নর্ত্তকীর গীত]

যৌবন লুটায়ে দিব তুহারি চরণে
বঁধু তুহারি চরণে!
(কুসুম পেলব তব কমল চরণে)
প্রেম ফুলে গাঁথি হার, দিব আজি উপহার,
বুকে বুকে মুখে মুখে রব সুখ স্বপনে॥

১ম পারি। বাঃ বাঃ! জিতা রহো বুল্‌বুল্‌।

(নেপথ্যে)—জয় ইরাণ-অধিপতির জয়!

[ইরাণাধিপতি দারার স্কন্ধে ভর দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রধান পুরোহিত ও মন্ত্রী। নর্ত্তকী চলিয়া গেল। নাগরিকগণ মাঝে মাঝে পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিতেছে।]

২য় পারি। আর কেন? বাইজী, সেলাম;—বাদশা আসছেন।

[নর্ত্তকীর প্রস্থান।

দাউদ। নাঃ! আমায় জ্বালাতন ক'রেছে। রাণীর আস্কারা পেয়েই তো এরা এতটা বাড়াবাড়ি ক'রতে সাহস পায়।

মন্ত্রী। (উত্তেজিত স্বরে) জনাব! প্রায় দু'হাজার লোক জমায়েতবস্ত হ'য়েছে। তাদের চীৎকার উত্তরোত্তর বাড়ছে!

দাউদ। ভালই তো। তাদের যা কিছু শক্তি ছিল, অপব্যয় ক'রলে এই চেঁচিয়ে। যারা খালি চেঁচায়, তারা কাজে বড় হয় না। আমি সেই সব লোককেই ভয় করি যারা বেশী কথা কয় না, প্রায় মুখ বুজে থাকে।

নাগরিকগণ। (নেপথ্যে) আমরা আর সহ্য ক'রব না। এবার নিজেদের উপায় নিজেরাই ক'রে নেব।

দাউদ। বাঁশীর চেয়ে, গানের চেয়ে, এই চীৎকার আমার মিষ্টি লাগে।

(নেপথ্যে)—চল, জোর ক'রে ঢুকে পড়ি চল।

দাউদ। এইবার একটু বেসুরো ক'রে ফেল্লে। কাণে বেখাপ লাগছে। মন্ত্রী! সৈন্যাধ্যক্ষকে ডাক, ওদের হত্যা করুক। রাস্তা সাফ্ ক'রে দিক। ওকি? শুনতে পাচ্ছ না? যাও! আমার আদেশ—এখনি ওদের হত্যা ক'রতে বল। বেসুরো আমি ভালবাসি না, কাণে বড় বাজে। [মন্ত্রীর প্রস্থান।

পুরোহিত। জাঁহাপনা! আমার মিনতি, গরীব প্রজাদের অভিযোগ শুনুন।

[রাজা সিংহাসনে বসিলেন]

দাউদ। নাঃ! ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। এবারের চীৎকার গত বৎসরের চীৎকারকে এখনও ছাপিয়ে ওঠে নি।

(নেপথ্যে)—জয় হ'ক, আপনার জয় হ'ক। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

দাউদ। (দারার প্রতি) ও আবার কি?

[দারা ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া দেখিলেন]

দারা। রক্ষীরা নাগরিকদের হত্যা ক'রতে যাচ্ছিল, রাণী তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তাদের হত্যা ক'রতে দেবেন না।

দাউদ। রাণীর ঔদ্ধত্য ক্রমশঃ সীমা ছাড়িয়ে উঠছে। অসহ্য!

১ম ওমরাহ। মহারাণী এই দিকেই আসছেন।

দাউদ। পর্দা টেনে দাও, বড় ঠাণ্ডা বাতাস আস্‌ছে।

(ইরাণের রাণীর প্রবেশ,—সঙ্গে কয়েকজন নাগরিক—
সকলেরই পোষাক ছিন্ন ও মলিন)

রাণী। ধরি পায়, নররায়!
অধীনীর আবেদন কর হে শ্রবণ!
দেখ,
অন্নাভাবে জীবিত কঙ্কাল—
জীর্ণবাস,—
শত শত ছিন্ন মুখে করে হে প্রকাশ—
দরিদ্রের উৎকট অভাব—

ভাষা যাহা বর্ণিবারে নারে!
তুমি রাজা, তুমি পিতা,
তুমি রক্ষক সবার—
তুমি যদি ক্ষুধিতেরে অন্ন নাহি দাও,
কহ,
বাঁচিবার কি আছে উপায়?

দাউদ। কেন? এরা কি খেতে পায় না?

রাণী। (জনৈক নাগরিকের প্রতি)
কহ, কি অভাব, কিবা অভিযোগ
বলিবার আছে তোমাদের?
কেন শীর্ণ দেহ,
জ্যোতিহীন মলিন বদন?
কেন দিবানিশি করহ ক্রন্দন?
কহ অকপটে রাজার নিকটে;—
দুঃখ দূর ইঙ্গিতে হইবে তাঁর।

১ম নাগ। জাঁহাপনা! আমরা খেতে পাই না! সব ময়দা বিদেশে চালান হয়, প'ড়ে থাকে খালি ভূষি, তাই খেয়ে অসুখ হয়, আর সব অকালে মরে।

২য় নাগ। ঠিক ঠিক! ভূষি ছাড়া আর আমাদের কিছুই জোটে না!

দাউদ। ভূষি? অতি পুষ্টিকর খাদ্য। আমার গরুরা খায়, ঘোড়ারা নিত্য খায়। আস্তাবলে গিয়ে দেখ; ভূষি খেয়ে খেয়ে তারা কেমন হৃষ্টপুষ্ট হ'য়েছে!

রাণী। কহে এরা—
করিবারে তৃষ্ণা নিবারণ

নাহি পায় সলিল নির্ম্মল ;
সরোবর সলিল-বিহীন,—
পঙ্কে ভরা, দুর্গন্ধ বিকট !
বারি আশে দেবতার অনুগ্রহ চাহি'
চেয়ে থাকে আকাশের পানে।

দাউদ। তাহ'লে অভিযোগ শুধু আমার উপরে নয়,—ভগবানেরও উপর ? তিনি একটু বেশী ক'রে জল ঢাললেই তো পারেন ?

১ম নাগ। জল বিনে আমরা সব গলা শুকিয়ে ম'রে যাই।

দাউদ। আঃ ! সরাবের দোকানে গিয়ে সরাব কিনে খেলেই পার ? জল খাবার দরকার কি ?

২য় নাগ। আজ্ঞে হুজুর ! এবারে সরাবের ওপর অতিরিক্ত কর হওয়ায়, সরাবের দিকে আর চাইবার জো নেই ! মন্ত্রীরা সব জিনিষের উপরেই কর বাড়িয়েছেন কিনা ?

দাউদ। বাঃ ! বাঃ ! মন্ত্রীরা তো বড় বিচক্ষণ ! সরাবের ওপরও কর বাড়িয়েছেন ! কেউ আর সহজে মদ খেতে পারবে না ! এ রাজ্যে আর মাতাল থাকবে না ! বাঃ বাঃ ! মন্ত্রীদের কি বুদ্ধি ? তাঁরা তো তোমাদের বড় উপকারী ? এবার তাঁদের মাইনে বাড়িয়ে দেব।

[নাগরিকগণ পরস্পরের দিকে চাহিল]

রাণী। এ রাজ্যের ধনী যত,
শ্রেষ্ঠ অধিবাসী,—
বসে থাকে পরম আরামে,
বিলাসে, সজ্জিত কক্ষে,—
রক্ষী শত বেষ্টিত চৌদিকে,—

আলস্যে কাটায় দিন,
গল্পে, গানে,
সুস্থ চিত্ত নিশীথ ভ্রমণে ;
হোথা দীন প্রজা—
অন্নাভাবে ক্ষুধায় কাতর
পড়ে রহে ব্যাধি-ক্লিষ্ট
জীর্ণ ভগ্ন অন্ধকার গৃহ-কারা মাঝে,
সভয়ে সূর্য্যের রশ্মি যেথা করে না প্রবেশ !
পূতিগন্ধে ভারাক্রান্ত বিষাক্ত পবন—
নিত্য নব ব্যাধির সৃজন,—
মাতৃবুকে শিশুপুত্র মরে !—
শুষ্ক চোখে পিতা চেয়ে থাকে,—
প্রতিকার—
আকাশ কুসুম তার,
হাহাকার চারিদিকে !
ঈশ্বরের প্রতিনিধি তুমি,
তুমি যদি দয়া নাহি কর,
কার কাছে বল এরা করিবে ক্রন্দন ?

দাউদ। ঠিক—ঠিক !—ঈশ্বরের প্রতিনিধিই বটে ! প্রজাদের এই যে অবস্থা ব'ললে,—এর জন্য আমার নিকট তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ! কেন না—ঈশ্বরই ব'লেছেন, দরিদ্ররাই তাঁর নিকট উপস্থিত হ'তে পারবে—বিলাসীরা নয়। আমি তো তাহ'লে এদের ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছি ! কি বলেন পুরোহিত ? আপনারও তো জানি অনেক বিষয় সম্পত্তি

জমিদারী আছে; বড় বড় ফলের বাগান,—যার উপস্বত্ব খেয়ে আপনি নিশ্চিন্ত মনে লোককে ধর্ম্মের উপদেশ দেন;— বলেন, গরীব হওয়াই বাঞ্ছনীয়—ত্যাগেই শান্তি, ভোগে নয়! কি বলেন?

পুরোহিত। আজ্ঞে।

দাউদ। না—আর আজ্ঞে নয়! আমি তো পৃথিবীর মহাজনদের নির্দ্দিষ্ট নীতি বদলাতে পারি না? ভগবানই তো ক'রেছেন— কেউ অতিরিক্ত খেয়ে হাঁস ফাঁস করবে—কেউ শুকিয়ে মরবে। আমি ঈশ্বরের এমন পবিত্র ধারা ব'দলে দেবো? না—না রাণি! আমার দ্বারায় তা হবে না!

১ম নাগ। (জনান্তিকে) ওঃ! কি নির্দ্দয়!

২য় নাগ। চুপ কর! বোধ হয় পুরোহিত মশায় আমাদের হ'য়ে কিছু ব'ল্‌বেন!

পুরো। জাঁহাপনা! আপনি যা ব'লছেন, তা ঠিক! দরিদ্ররাই ঈশ্বরের অধিক প্রিয় হয়—কিন্তু, মহাজনরাই তো আবার ব'লেছেন যে, গরীবদের দয়া ক'রবে, তাদের অভাব অভিযোগ পূরণ ক'রবে, অন্যায়ের প্রতিবিধান ক'ররে।

১ম নাগ। প্রতিবিধান? কথাটার মানে কি হে?

২য় নাগ। আরে জান না? প্রতিবিধান—সংস্কার—সংস্কার! অর্থাৎ যেটা যেমন আছে সেইটাকে ঠিক তেমনি থাকতে দেবে। সংস্কার মানে—কিছুতে হাত না দেওয়া।

দাউদ। এর মানে হয় না, পুরোহিত, এর মানে হয় না! আজকের যেটা ন্যায়, দু'দিন পরে সেটা মহা অন্যায় হ'য়ে দাঁড়ায়! পৃথিবীর যত বড় বড় লোক—তোমরা যাঁদের মহাপুরুষ, মহাত্মা বল—

তিনি কোন কিছুর প্রতিবিধান ক'রতে গেলে, তোমরা আগে তাঁকে ফাঁসিকাঠে লট্‌কাও, আগুনে পোড়াও। যার দশটা মাথা, সে প্রতিবিধান করুক, সংস্কারক হ'ক,—আমার কর্ম্ম নয়! এই যে সব গরীব দেখছ—

রাণী। জাঁহাপনা! এদের মতন গরীব পৃথিবীতে আর কেউ নেই!

১ম নাগ। (জনান্তিকে) শোন, শোন, আমাদের কথাই ব'লছে। এইবার বোধ হয় কিছু দেবে?

২য় নাগ। বটে? সুমতি হ'ক—সুমতি হ'ক!

দাউদ। এরা দেখতে রোগা পট্‌কা, এদের প্রচণ্ড ক্ষিধে—

নাগরিকগণ। হাঁ—বড় ক্ষিধে, বড় ক্ষিধে—ঠিক ব'লছেন জাঁহাপনা—বড় ক্ষিধে!

দাউদ। আর বড় বড় মুখ! আর সেই মুখ বিদ্রোহের বারুদে ভরা।

১ম নাগ। দয়ার অবতার! আমাদের মুখে দেবার রুটী নেই—কাজেই কথা ক'বার অবসর আছে! আমাদের গাল ভ'রে খেতে দিন,—দেখবেন, জিভ আর একটা কথাও ক'বে না।

দাউদ। খেতে পাও আর না পাও, তোমাদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে চুপ ক'রে থাকা। জানেন পুরোহিত মশায়? কি দিন কালই প'ড়েছে? গরীব চাষা, রাস্তার মুটে, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, বড় লোক দেখলে আর পাগড়ী খুলে সেলাম করে না! বলে, "মানুষ সব এক। একজন একজনের কাছে মাথা নোয়াব কেন?" ধ'রে সব চাব্‌কান—দেখবেন সব টিট হ'য়ে যাবে।

রাণী। না—না—তুমি কখনও এমন নিষ্ঠুর হবে না। আমি তোমাকে কখনও এত নিষ্ঠুর হ'তে দেবো না!

দাউদ। বেশ! বেশ! তবে শোন নাগরিকগণ!

১ম নাগ। (জনান্তিকে) শোন—শোন—এইবার বোধ হয় খাজনা মাপ ক'রবে।

২য় নাগ। কিছু খেতে দিলেই আমরা খুসী।

দাউদ। রাণী স্বয়ং যখন তোমাদের হ'য়ে ভিক্ষা চাইলেন,—তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করা, শিষ্টতা ও ভদ্রতার বাইরে। আমি তাঁরই খাতিরে তোমাদের আর্জ্জি মঞ্জুর কল্লেম। আমি আজই পুরোহিত মশায়কে ব'লে দিচ্ছি—তিনি আগামী শুক্রবারে ধর্ম্মপুস্তক থেকে বেছে বেছে ভাল ভাল উপদেশ তোমাদের শোনাবেন—যাতে তোমাদের আত্মার কল্যাণ হয়! নির্ব্বিবোধে আজ্ঞাপালন করার যে কি মহিমা,—তা তিনি তোমাদের ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দেবেন। বুঝেছ?

১ম নাগ। জাঁহাপনা, তাতে তো আর পেট ভ'রবে না।

২য় নাগ। উপদেশ শুনতে ভাল—কিন্তু ভরা পেটে।

রাণী। হতভাগ্যদের আমিই সঙ্গে ক'রে এনেছিলেম। কিন্তু তোমাদের ভাগ্যক্রমে রাজার যখন দয়া হ'ল না—তখন আমি আর কি ক'রতে পারি? আমার নিজের যৎসামান্য অর্থ অলঙ্কার যা আছে, আমার মহলে এস, তোমাদের দিই,—তোমরা ভাগ ক'রে নাও। আর তো আমার কোন ক্ষমতা নেই।

১ম নাগ। ঈশ্বর আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন!

সকলে। আপনার জয় জয়কার হ'ক!

রাণী। প্রতি শুক্রবারে তোমরা আমার মহল থেকে যৎসামান্য ক'রে আহার্য্য পাবে, তোমরা নিয়ে যেও।

নাগরিকগণ। (সকলে হাত তুলিয়া বলিল) জয় ! রাণী মাইকী জয় !

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

১ম নাগ। (যাইতে যাইতে) মা ! আমি আবার বলি—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন !

দাউদ। (নাগরিককে) ওহে, শোন ! তোমার নাম কি ?

১ম নাগ. আব্বাস।

দাউদ। বা ! বেশ নামটী তো ? এই নাও একটী টাকা; আমার জন্যে ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা ক'রবে না ?

১ম নাগ। (ক্ষীণকণ্ঠে) ঈশ্বর জাঁহাপনার কল্যাণ করুন !

দাউদ। না না, আর একটু চেঁচিয়ে বল।

১ম নাগ। (ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে) ভগবান্ জাঁহাপনার মঙ্গল করুন !

দাউদ। আরও চেঁচিয়ে, আর একটু প্রাণ দিয়ে বল। এই নাও, আর একটী টাকা।

১ম নাগ। (উৎসাহের সঙ্গে) আপনার জয় জয়কার হ'ক,—জয় জয়কার হ'ক ! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন !

দাউদ। (বিদ্রূপ স্বরে) দেখেছেন সভাসদ্গণ ! এর ব্যবহার বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—না ? (নাগরিকের প্রতি রূঢ় স্বরে) যাও !

[নাগরিকের সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান।

দেখলেন তো, এই রকম ক'রে আজকাল দেশের লোকের সহানুভূতি অতি সহজেই কেনা যায়। ইচ্ছা ক'ল্লে আমিও সহজে এদের নেতা হ'তে পারি, এরা ফুল দিয়ে আমারও পূজো করে ! (রাণীর প্রতি) তোমার দয়া রাজ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি ক'রছে। আমি তোমার সব অত্যাচার সহ্য ক'রতে পারি, কিন্তু এ অত্যাচার সহ্য ক'রবো না। প্রজারা তোমার সম্মুখে আর

না আসতে পারে, আমি আজই তার ব্যবস্থা ক'রবো। তুমি মুক্তহস্তে দান ক'রবে, আর আমি লোকের বিরাগ-ভাজন হব? তা কখনও সম্ভব হবে না। আজ থেকে একটী আসরফিও তুমি কাউকে দিতে পারবে না।

রাণী। আমার নিজের অধিকার থেকে আমি বঞ্চিতা হব? আমি ইচ্ছা ক'ল্লে, নিরন্নকে অন্ন দিতে পারবো না—ভিক্ষুককে দান ক'রতে পারবো না?

দাউদ। না। আমি তোমার স্বামী—তুমি আমার স্ত্রী; জেনো—তোমার কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই।

রাণী। কেন নেই? আমি নারী ব'লে আমার কি প্রাণ নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই? আমি কি বেঁচে থাকবো কেবল তোমার হীন আজ্ঞা পালনের জন্য?

দাউদ। তুমি কি আমার সঙ্গে তর্ক ক'রতে চাও?

রাণী। চাই। আমি জানতে চাই কোন্ অধিকারে তুমি—

দাউদ। অধিকারে? আমার দ্বিতীয়া মহিষীও এই কথাই জান্‌তে চেয়েছিল। তার মাংস অস্থি গৃধিনীতে আহার ক'রেছে। আর আমি তারই স্মৃতিকে উজ্জ্বল ক'রে রাখবার জন্যে, আমার উদ্যানে কি সুন্দর মর্ম্মর বেদী তৈয়ারী ক'রে রেখেছি, তুমি বোধ হয় তা দেখে থাকবে। যাক, অনেক বিতণ্ডা হ'য়েছে। আজ থেকে তুমি আর এই প্রাসাদের বাইরে যেতে পারবে না।—চলুন সকলে; চল দারা, শিকারে যাবার সময় হ'য়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইরাণের রাজ-প্রাসাদস্থ উদ্যান

কাল—অপরাহ্ন

[সখিগণ নৃত্য করিতেছে। ইরাণের রাণী প্রস্তর-বেদীর উপর বসিয়া আছেন। গুলরুখ্ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।]

[সখিগণের গীত]

ওগো কেন বিষাদিনী ?
মলিনী মলিনী কেন দিবস যামিনী ?
কেন অভিমান—
আঁখি কোণে কেন নাহি ফুলবাণ,
ছল ছল চোখে কেন ঝরে জল—ওলো মানিনী ?
থাক আনমনে—
বিলাস ত্যজি সদা অলস শয়নে ;
ঢল ঢল দেহলতা অকালে শুকাল কেন,
আজি কি ভাবে ভাবিনী।

[সখিগণের প্রস্থান।

রাণী। তুমি চাকরী ক'রবে ?

গুল। আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো এসেছি !

রাণী। তোমার বয়স অল্প, দেখতেও বেশ! তোমায় কে বেচলে ? খুব অল্পবয়সে তোমায় কিনে এনেছিল বুঝি ?

গুল। আমায় কেউ বেচে নি, আমি নিজে এসে আপনাকে বিকিয়েছি।

রাণী। সে কি? ইচ্ছে ক'রে দাসী হ'য়েছ? কই, কেউ তো তা হয় না। ভারি তো অদ্ভুত! কেন এমন কাজ ক'র্লে?

গুল। গরীবের মেয়ে, বড় জ্বালায় জ্ব'লে, হাটে এসে নিজেকে বেচেছি। সম্রাজ্ঞী ভিন্ন আর কারও দাসী হব না, এই পণ ক'রে হাটে এসে ব'সেছিলুম—ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। জাঁহাপনার লোক আমাকেই পছন্দ ক'রে কিনে এনেছে।

রাণী। তোমার কেউ ছিল না?

গুল। না।

রাণী। বুঝতে পারছি; অভাবে না খেতে পেয়ে অভাগিনী আত্ম-বিক্রয় ক'রেছ। আর যদিই বা কেউ থাকতো—বাপ, মা, কিংবা আত্মীয়-স্বজন—তারাও তো সেই বিক্রী ক'রতো? তবে সে বিক্রয় ক'রতো—সমারোহ ক'রে, বাজনা বাজিয়ে, বাজী পুড়িয়ে, লোকজনকে খাইয়ে; বেচতো,—ব'লতো উৎসব; ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, ঈশ্বরের নাম নিয়ে ব'লতো—বিবাহ। না?

গুল। তা তো জানি না।

রাণী। জান না? বয়েস হ'য়েছে—সংসারে তো দেখেছ? ঘরে ঘরে তো এই কেনা-বেচা। সকল দেশে, সকল সমাজে, খুব আড়ম্বর ক'রেই হ'য়ে আসছে? যে [illegible]—তার নাম হয় স্বামী, প্রভু; যে বিক্রী হয়, তার নাম হয়—স্ত্রী, দাসী।

গুল। সব বিবাহই [illegible] কেনা-বেচা[illegible]

রাণী। তাই তো দেখেছি—তাই তো জানি! কোন স্ত্রীকে হাসতে দেখেছ? প্রাণ খুলে [illegible]—আনন্দের হাসি[illegible] দেখ নি? বিবাহিতা [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] দুঃখ, [illegible]

দীর্ঘশ্বাস? সকলেরই এক দশা! তবে যে সবাইকে হাসতে দেখ, সে সুখের হাসি নয়—মুখের হাসি!

গুল। তবে যে বলে, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন পবিত্র বন্ধন? স্ত্রী সহধর্ম্মিণী?

রাণী। হাঁ—বন্ধন বটে; তবে বন্ধনটা এক পক্ষের। আর সহধর্ম্মিণী? সে অত্যাচার সইবার জন্য, উৎপীড়ন সইবার জন্য, বলবান্ পুরুষের লাথি খাবার জন্য, তার খেয়ালের পুতুল হবার জন্য, তার সুখের জন্য!

গুল। তবে যে বলে ভালবাসা?

রাণী। হাঁ—সেটা নিরুপায়ে, লোক-দেখান! সেটা পুরুষের গর্ব্ব, উদারতা,—তার মহত্ত্বের পরিচয়!

গুল। আমি আপনার কথা ঠিক্ বুঝতে পাল্লেম না।

রাণী। তুমি পারবে না। তুমি তো বিবাহ কর নি? তুমি তো জান না —পুরুষ কি নিষ্ঠুর! পোষা কুকুরের মত তুমি তো কখন রাত জেগে ব'সে থাক নি—কখন তোমার প্রভু দয়া ক'রে, বাইরের আমোদ ফেলে, ঘরে ফিরবেন;—আর তুমি চোখের জল মুছে হাসিমুখে, হয় পাখা নিয়ে তাকে বাতাস ক'রতে ব'সবে,—কিংবা পদসেবা ক'রে, তোমার পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় ক'রে রাখবে? যাক্!—যদি কখন বিবাহ না কর, তা হ'লে এ জ্বালা তোমায় সইতে হবে না! তুমি গান গাইতে জান?

গুল। গরীবের মেয়ে—কখনও তো কারুও কাছে গান শিখি নি, তবে আপনা আপনি কখনও কখনও নিজের মনে গাই। সে গান আমারই ভাল লাগে না, আপনার কি লাগবে? আপনার সহচরীরা সবাই সুগায়িকা। এই তারা তো গেয়ে গেল; এদের সামনে আমার গান—

রাণী। আমি কেমন গান শুনি জান? ক্ষিধে নেই, সামনে পোলাও রেখে একজন বেত হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে বলে—"খাও, এমন মিষ্টি পোলাও, না খেলে চাবুক মারব।" রোজ এমনি গান শুনে অরুচি হ'য়ে গেছে, আজ তোমার মুখে একখানা গান শুনে—

গুল। আপনার হুকুম তো অমান্য ক'রতে পারি না।

রাণী। না, হুকুমে নয়; যদি প্রাণ চায় তো গাও। হুকুম শুনে শুনে আমার আর হুকুম করবার প্রবৃত্তি নেই।

গুল। বাঁদীকে মাপ ক'রবেন, আমি সে ভেবে বলি নি; আমি যা জানি গাচ্ছি

[গীত]

মিলনের গীতি গাহিব বলিয়া বেঁধেছিনু সুখে সুর।
সে তার ছিঁড়েছে, সে যে চ'লে গেছে
আঁধারে ডুবায়ে হৃদয়-পুর॥
ভুলে গেছি গান, জীবন শ্মশান—
ওগো টুটে গেছে মোর স্বপন মধুর!
ল'য়ে তার স্মৃতি, চলি নিতি নিতি—
খুঁজি মরণের দেশ কত কত দূর॥

রাণী। বাঃ—তুমি ত বেশ গাও! কিন্তু এত অল্পবয়সে এ দুঃখের গান কেন? তবে কি তোমার উপরেও কেউ অত্যাচার ক'রেছে?

গুল। কে অত্যাচার ক'রবে?

রাণী। কখনও কাউকে ভাল বেসেছিলে?

গুল। না।

রাণী। না? কিন্তু আমি যে তোমার চোখের কোণে লুকান জল দেখিছি, সেকি আমার ভ্রম!

গুল। হবে, ভালবাসা কি তা তো জানি না!

[গীত]

জানি না জানি না ভালবাসা।
সুখ হাসি কিবা আঁখিনীরে ভাসা॥
আমি যে গো কেনা বাঁদী,
মরমে লুকায়ে কাঁদি,
কত ক'রে প্রাণ বাঁধি সহি গো পিয়াসা॥

রাণী। এই যে বাদশা এই দিকে আসছেন।

গুল। হুজুরাইন, আমি তবে এখন আসি?

রাণী। তুমি আমার মহলেই অপেক্ষা কর গিয়ে। তুমি আমার কাছেই থাকবে—দাসী নও—আমার সহচরী।

[গুলরুখের প্রস্থান।

রাণী। আমি যদি মহিষী না হ'য়ে বাঁদী হ'তেম!

(দাউদ শাহের প্রবেশ)

দাউদ। শিকার থেকে ফিরে এসে, অনেকক্ষণ তোমার মহলে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিলাম। তোমার উচিত ছিল আমার আসার পূর্বে জানালায় দাঁড়িয়ে আমার আগমন প্রতীক্ষা করা; সকল সাধ্বী স্ত্রীই তাই ক'রে থাকে।

রাণী। আর সকল সাধু স্বামীই কি তার স্ত্রীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করে?

দাউদ। সে কৈফিয়ৎ [illegible] কোন [illegible] কোন [illegible] কাছে [illegible]
[illegible]

নয়। তোমাকে অনুগ্রহ ক'রে বিবাহ ক'রেছিলেম, এটা তোমার যথেষ্ট সৌভাগ্য ব'লে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

রাণী। সে অনুগ্রহটা না ক'রলেই হ'ত।

দাউদ। আমার মুখের উপর এই রকম কথা ব'লতে তোমার সাহস হয়? তুমি ভুলে যাচ্ছ—তোমাকে কিনতে আমার কত অর্থব্যয় হ'য়েছে? তোমার পিতাকে আমি তিনটে বড় বড় জমিদারী ছেড়ে দিয়েছি।

রাণী। এ কথাটাও তোমার সত্য নয়। তুমি দেবে ব'লেছিলে বটে, কিন্তু কথা রাখ নি।

দাউদ। রাখি নি?

রাণী। না।

দাউদ। তা'হলে তার যথেষ্ট কারণ ছিল নিশ্চয়ই।

রাণী। যারা সত্যবাদী, তারা কি কারণ দেখিয়ে মিথ্যা বলে?

দাউদ। বলে। রাজনৈতিক মিথ্যা, সাধারণ সত্যের চাইতেও মূল্যবান্। তোমার মূল্য-স্বরূপ তোমার পিতাকে যদি কিছু না দিয়ে থাকি, তবে তারও এইরূপ একটা রাজনৈতিক কারণ ছিল—তার আর ভুল নেই।

রাণী। তা হ'তে পারে। কিন্তু কিনলেও, স্ত্রীকে কি একটা মিষ্টি কথাও ব'লতে নেই?

দাউদ। মিষ্টি কথায় ফাঁদে শত্রুকে আবদ্ধ করতে হয়। মিছে কেন মিষ্টি কথাগুলোর অপব্যয় ক'রব? তুমি তো মুঠোর [illegible]ই আছ; যেখানে জোর চলে, সেখানে মিষ্টি কথায় প্রয়োজন?

রাণী। বেশ! এখন কি হুকুম বল?

দাউদ। থাক্—প্রয়োজন নেই। মনে ক'রেছিলুম, এক সঙ্গে বেড়াতে যাব—রোজ যেমন যাই,—থাক্, আজ একাই যাই। তুমি বরং জানালায় গিয়ে ব'সে থাকগে—কখন আমি ফিরবো।

[প্রস্থান।

রাণী। গরীব মা বাপ টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে বেচেছিল এর কাছে—সুখে থাক্‌ব ব'লে! আমি সুখে থাকব ব'লে, না নিজেরা অর্থ পাবে ব'লে? বৃদ্ধ, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, বর্ব্বরের মত উৎপীড়ন করে, কিন্তু কিছু ব'লবার উপায় নেই! এত লোকের মৃত্যু হয়—আমার হয় না কেন? যদি আজ রাত্রেই আমার মৃত্যু হ'ত,—একা—একা মরণকে বরণ ক'রতেম—অতি আনন্দে, অতি আগ্রহে! কিংবা তারই বা প্রয়োজন কি? ম'রেই তো আছি।—এই পৃথিবী একটা বিস্তৃত কবরখানা,—আমরা সবাই মৃত; আমাদের প্রত্যেকের দেহ এক একটী শবাধার। এর মধ্যে প্রাণ নেই—আছে কেবল শুষ্ক কঙ্কাল! (নতজানু হইয়া বসিয়া) যদি যথার্থ ই পৃথিবীর কেউ কর্ত্তা থাক, যদি তোমার প্রাণ থাকে, দয়া থাকে—তাহ'লে হে করুণাময়! যত সত্বর পার আমায় মুক্তি দাও—মুক্তি দাও!

(পশ্চাতে ধীরে ধীরে দারার প্রবেশ)

দারা। না, কিছুতেই মন স্থির ক'রতে পাল্লেম না! আমি একবার কথা কইব—একটী বার—তাতে দোষ কি? (রাণীর প্রতি) তুমি কাঁদ কেন? তোমার কি এত দুঃখ, আমায় ব'লবে কি?

রাণী। (উঠিয়া) কেও! তুমি? তুমি বাদশার সঙ্গে গেলে না? দিন রাতই তো তাঁর কাছে থাক—তাঁর প্রিয় সহচর! তিনি কি তোমায় দিয়ে কিছু ব'লে পাঠিয়েছেন?

দারা। না, কিছু ব'লে পাঠান নি! আমায় নিয়ে গেলেন না, রেখে গেলেন। ব'লে গেলেন, দেখতে—প্রজাদের সঙ্গে তোমার আর দেখা না হয়।

রাণী। আজ তাহ'লে এই প্রাসাদে তোমার পাহারায় আমি বন্দিনী? আজ তুমিও আমার প্রভু?

দারা। জাঁহাপনার আদেশ সেইরূপ বটে; কিন্তু, আমি তোমার প্রভু নই—তোমার চির-বিশ্বস্ত ভৃত্য।

রাণী। তোমার কথা সত্য?—না এও প্রতারণা!

দারা। না, প্রতারণা নয়, তোমার আদেশ পালন ক'রতে যদি আমায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, আমি সেটা সৌভাগ্য ব'লেই মনে ক'রব।

রাণী। তুমি বীর, তোমার কটিদেশে তরবারি; যদি তুমি আমার বন্ধুর কাজ ক'রতে চাও, ঐ তরবারি দিয়ে এখনি আমায় হত্যা কর! আমার এই বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা থেকে আমায় নিষ্কৃতি দাও।

দারা। যাকে লোকে মনে মনে পূজা করে, পূজা ক'রে আনন্দ পায়, শান্তি পায়—সে দেবীকে কেউ স্বহস্তে বধ ক'রতে পারে? তোমায় দেখে, তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে—আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়েছি, উন্মত্ত হ'য়েছি! নইলে এখানে এসে তোমার সঙ্গে এমনি ক'রে কথা কইবার দুঃসাহস আমার হয়?

রাণী। (স্বগত) কেউ তো আমায় এমন ক'রে একটী কথাও এতদিন বলে নি! এ যা ব'লছে, তা কি সত্য? যদি মিথ্যাও হয়,—তবুও এর কথায় আমার দেহের প্রতি শিরা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠছে! আর যদি সত্যই হয়,—তাহ'লে—তাহ'লে?—(প্রকাশ্যে) তুমি ব'লতে পার,—সত্যই কি এ পৃথিবীতে সুখ নেই?

দারা। তা জানি না; সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি! হয় তো তোমার একটী কথায় জগতের সমস্ত সুখ, আকার নিয়ে আমার সামনে ফুটে উঠতে পারে! আর যার অভাবে এ পৃথিবীর যত কিছু জ্বালা, এ জীবনকে চিরদিন দগ্ধ ক'রবে।

রাণী। সে কি?

দারা। তোমার একটী কথা। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেছি, নিজের চিত্তকে বশে আনতে পারি নি! তোমায় দেখে পর্য্যন্ত আমি পাগল হ'য়েছি! এক মুহূর্ত্ত তুমি আমার সঙ্গ ছাড়া নও, তোমার চিন্তা অহরহ আমার অনুসরণ করে। আমি কি ছিলেম তা মনে নেই—কি হব তা জানি না। তোমার মুখের একটী কথার উপর আমার জীবন নির্ভর ক'রছে। তোমার ঐ রক্তোৎপল ওষ্ঠ-দ্বারের অন্তরালে কি আছে তা জানি না! বিষ—কি অমৃত? আমি শুনতে চাই—একটী কথা—তুমি আমায় ভালবাস কি না?

রাণী। না।

দারা। না?

রাণী। কেন, শুনতে পেলে না?

দারা। শুনতে পেয়েছি—শুনতে পেয়েছি! থাক্ আর জিজ্ঞাসা ক'রব না।

রাণী। কি ক'রবে ?

দারা। তুমি আমায় মাপ কর! আমায় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। আমি বিকারের ঝোঁকে তোমার মর্য্যাদা নষ্ট ক'রেছি। আমার এ কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় নি। মৃত্যুই আমার প্রায়শ্চিত্ত। আর কি ক'রব ? (গমনোদ্যত)

রাণী। যেওনা, দাঁড়াও। (স্বগত) একি! আনন্দের সাগরে সহসা এ কি বান ডেকে উঠল ?

দারা। কেন ?

রাণী। প্রথম যেদিন তোমায় দেখি, সেই মুহূর্ত্তে—ওকি ? কে ও ?
[বারান্দা দিয়া কৃষ্ণবর্ণের আংরাখায় আপাদ-মস্তক আবৃত একজন চলিয়া গেল]

দারা। কি ?

রাণী। কে একজন চ'লে গেল না ?

দারা। কৈ না, আমি তো কিছু দেখি নি।

রাণী। তবে কি চোখের ভ্রম ?

দারা। চুপ ক'রলে কেন ? বল ? কি ব'লছিলে বল ?

রাণী। সেইদিন থেকে আমার জীবনের গতি ভিন্ন মুখে ফিরেছে! পদাহতা লাঞ্ছিতা নারী, এত দিন অন্ধকার কারাগারে ব'সে, চোখের জলে আপনাকে ডুবিয়ে রেখেছিলেম; সেইদিন—সেই মুহূর্ত্তে কে যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসে আলোর ফোয়ারা আমার সামনে খুলে দিলে! আমি তোমায়—

(গুলরুখের প্রবেশ)

গুল। কালো আংরাখায় ঢাকা একজন—

দারা। একি !

গুল। অ্যাঁ !

রাণী। কি ও ?

দারা। ও তোমার নয়, আমার।

[গুলরুখের হাত হইতে ত্রস্তে ছোরা লইল। অব্যক্ত যন্ত্রণা চাপিয়া বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় গুলরুখ সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। দারা ও রাণী উভয়ে নির্ব্বাক বিস্ময়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদস্থ অলিন্দ

(নাদের খাঁ)

নাদের। তবে কি আমার সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে ? রাণীর সঙ্গে কথা কইছে দেখলুম ! স্ত্রীলোকের সঙ্গে কি এমন কথা ? কিছুই ত বুঝতে পারছি নি। একবার নিজে দেখা ক'রতে পারলে হ'ত ! এতক্ষণ এখানে আছি, সে সুযোগও তো হ'ল না। ছোরাখানা এতক্ষণ দিয়েছে নিশ্চয় ! বাঁদীটাকে নূতন দেখলুম ! কোন কথা না জিজ্ঞাসা ক'রেই নিয়ে গেল ! তার জন্য এইখানে অপেক্ষা ক'রব ব'লেছি। আসবে তো ?— ঐ যে আসছে !

(গুলরুখের প্রবেশ)

কি ? দিয়েছ ? দিতে পেরেছ ?

গুল। হাঁ !

নাদের। একি ! তোমার মুখ এরই মধ্যে এমন সাদা হ'য়ে গেল কেন ?

গুল। না।

নাদের। কি বল্লে ?

গুল। কিছু না।

নাদের। (স্বগত) একেই জিজ্ঞাসা করি। স্ত্রীলোক, রাণীর বাঁদী, এ জানলেও জানতে পারে। স্ত্রীলোকে মুখ দেখলে বুঝতে পারে, কে কাকে ভালবাসে। আমার ভয়,—যদি রমণী মাঝখানে এসে দাঁড়ায়,—উদ্দেশ্য ভুলতে কতক্ষণ ? (প্রকাশ্যে) একটা গোপনীয় কথা তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রব ; ব'লতে কুন্ঠিত হ'য়োনা—দ্বিধা ক'রোনা। রাণীর সঙ্গে ঐ যুবকের ব্যবহারে তোমার কিছু সন্দেহ হয় ?

গুল। রাণী ওঁকে ভালবাসেন।

নাদের। আর ও ?

গুল। আপনি মূর্খ।

নাদের। ঠিক ব'লেছ, আমি মূর্খ-ই বটে। রমণী—যুবতী, ঐশ্বর্য্যশালিনী ! ও বালক—পল্লীজীবনে অভ্যস্ত, সংসারে অনভিজ্ঞ। (স্বগত) কিন্তু, আমি তো এখন এখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না—আজকে রাত্রেই—কে জানে কি করে ? (প্রকাশ্যে) তুমি আমার সঙ্গে এস, একটু অন্তরালে—আমার বিশেষ একটা কাজ আছে।

গুল। আপনি কে তা জানি না। আমার একটা উপকার ক'রতে পারেন? আমাকে কোন রকমে এই প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন?

নাদের। কেন?

গুল। আমারও বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমি আর এখানে থাকতে পারছি নি; আমার মাথা ঘুরছে—পা কাঁপছে!

নাদের। (স্বগত) কি বিপদ! এর আবার কি হ'লো? শ্রেয় কার্য্যের বিঘ্ন দেখছি অনেক! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তুমি আগে আমার কথা শোন; তারপর তোমার অনুরোধ আমি রাখব।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

(অন্য দিক দিয়া ধীরে ধীরে দারার প্রবেশ)

দারা একি? গুলরুখ্ এখানে এল কি ক'রে? নাদের খাঁ গুলরুখ্কে দিয়ে এই ছোরা পাঠিয়ে দিলে? বুঝতে পারছি না, কি রহস্যের মাঝখানে এসে প'ড়েছি! অনুসন্ধান করবারও সময় নেই। পিতৃহস্ত-ধৃত অসি! ঠিক সময়ে তুমি আমার কাছে এসেছ! আর ভাববার সময় নেই, আগ্রহ মেটাবার অবসর নেই। প্রতিজ্ঞা কখনও বিফল হবে না। ওঃ! রমণীর প্রেম, তার সৌন্দর্য্য, আমায় উন্মত্ত ক'রেছিল! আমি ভুলে গিয়েছিলেম আমার লক্ষ্য কি! কি ভয়ানক! পিতার মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছিলেম? না—না—তা হ'তে পারে না! প্রণয়! হত্যাকারীর হৃদয়ে তোমার স্থান নেই।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। দারা, তুমি হঠাৎ চ'লে এলে, বল্লে না এ ছোরা তোমায় কে পাঠিয়েছে ?

দারা। কুক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল, কুক্ষণে আমি ভুলে গিয়েছিলেম, আমি কে! তুমি আর আমায় আমার ও নাম ধ'রে ডেক' না, আমায় ভুলে যাও—তোমার সঙ্গে যে কখনও দেখা হ'য়েছিল,—ভুলে যাও!

রাণী। কেন দারা, এরই মধ্যে তোমার এ পরিবর্ত্তন কেন ?

[অগ্রসর হইল]

দারা। তুমি কাছে এস না—দূরে দাঁড়াও! তোমার আর আমার মাঝে এক পর্ব্বতের ব্যবধান! সে ব্যবধান অতিক্রম ক'রবার সাধ্য আমার নেই!

রাণী। কি ব্যবধান বল? তোমার যা অসাধ্য, তা আমার সাধ্য হ'তে পারে।

দারা। পারে না—পারা উচিত নয়! তুমি যে বাতাসে নিঃশ্বাস নাও, সে বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার অধিকারী আর আমি নই। তোমার সঙ্গে আর আমার কথা কওয়া উচিত নয়। তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকা আর আমার উচিত নয়! তোমার চিন্তাও আমার উচিত নয়! তুমি আমায় ভুলে যাও!

রাণী। অসম্ভব! দারা—দারা! তুমি রমণীর হৃদয় কি তা জান না, তাই আমায় এ কথা ব'লছ। চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা ক'রে মাটীতে প'ড়লে, কারো সাধ্য নেই যে সেই ঝরা জল আবার ফোঁটা ফোঁটা ক'রে তুলে তার পূর্ব্বস্থানে সঞ্চিত করে! আমি জীবনে এই একবার—এই প্রথম তোমায়

ভাল বেসেছি . তুমি জান না, আমার স্বামীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি। আমি তার ক্রীতা বাঁদী! বাপ মা অর্থের লোভে, আমার অমতে, আমার এই দেহটা এই বৃদ্ধের নিকট বিক্রয় ক'রেছিলেন; কিন্তু আমার হৃদয় বিক্রয় ক'রতে পারেন নি! এই মাংসের ভেতরে যে প্রাণ, তাকে বিক্রয় ক'রতে পারেন নি! কি প্রতিবন্ধক ব'ল্‌ছ? এই রাজ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে, ভিখারিণী বেশে, তোমার সঙ্গে আমি এই পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে চ'লে যেতে পারি।

দারা। এ পৃথিবী অতি সঙ্কীর্ণ; এখানে আমাদের দু'জনের দাঁড়াবার স্থান নেই! তুমি আমায় বিদায় দাও।

রাণী। (অতি ধীর এবং সংযত ভাবে) তবে কেন তুমি আমার জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলে? আমার হৃদয় মরুভূমির মত ধূ ধূ ক'রত, কেন তুমি তাতে ফুল ফুটিয়েছিলে?

দারা। ভগবান্!

রাণী। কেন তুমি ব'লেছিলে, তুমি আমায় ভালবাস? আমার অতৃপ্ত হৃদয়ে পিপাসা জাগিয়ে দিয়ে, কেন তুমি আমায় এমনি ক'রে পাগল ক'রেছিলে? দারা—দারা! শোন দারা!—আমার মুখ থেকে যা শুনতে চেয়েছিলে শোন, আমি তোমায় ভালবাসি! (একটু অপেক্ষা করিয়া) একি? তুমি এখনও নীরব? আজ ভাষাও কি ম'রে গেল? আমি তোমায় ভালবাসি—এ শুনেও তুমি নীরব?

দারা। আমার কাছে আজ পৃথিবীর যা কিছু আছে, সব ম'রে গেছে, বেঁচে আছে—কেবল একটা জিনিষ; আজ রাত্রে

সেও আর থাকবে না! আমায় বিদায় দাও—আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

[প্রস্থান।

রাণী। চ'লে গেল?—তবে কি সত্যিই সে আমায় ভালবাসে না? কিন্তু আমি যে বাসি! প্রতিবন্ধক? প্রতিবন্ধক? কিসের প্রতিবন্ধক? তাই যদি হয়, তিলে তিলে মৃত্যুর চেয়ে, এক দিনে এ জীবনের শেষ করাই তো উচিত।—তবে এস মৃত্যু! তোমার সহচরী নিশীথিনীকে সঙ্গে নিয়ে—এস রসাতলের অন্ধকার ভেদ ক'রে আমায় গ্রাস ক'রতে ছুটে এস! মিলনের মঙ্গল-বাদ্য নয়,—প্রণয়ের কুসুমহার নয়,—পেচকের ঘুৎকারে, বায়সের কর্কশ কণ্ঠে, তোমার তীব্র কণ্ঠ মিশিয়ে, মরণ-সঙ্গীতে চরাচর আচ্ছন্ন ক'রে, ছুটে এস আমার বিরামদায়িনী মৃত্যু,—আমার এই নারী জীবনের লাঞ্ছনা হ'তে চিরদিনের জন্য আমায় মুক্তি দিতে! আজকের রাত্রিই যেন আমার কাল রাত্রি হয়!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদস্থ দরদালান

(দারা ও গুলরুখ্)

দারা। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি! গুলরুখ. তুমি এখানে কি ক'রে এলে?

গুল। যে ক'রেই হ'ক, আমি এসেছি; এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি, তুমি এত শীঘ্র কি ক'রে আমাদের ভুলে গেলে? তুমি ইস্থফকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে,

ইস্থফ তোমার মতন নিষ্ঠুর নয়! সে তখনই যেতে পারে নি, লুকিয়ে থেকে তোমায় বাদশার প্রাসাদে প্রবেশ ক'রতে দেখেছিল। তার পর, সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়! তারই মুখে শুনে আমি এখানে এসেছি। এসে ভাল ক'রেছি কি মন্দ ক'রেছি তা জানি না,—কিন্তু দেখছি, তুমি এসে ভাল করনি!

দারা। গুলরুখ্! বৃথা তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট ক'রেছ। ভাল মন্দ বোঝবার আর আমার ক্ষমতা নেই, সাধ্য নেই। তুমিই এই পত্র এখন আমায় এনে দিলে না? এতে কি লেখা আছে জান?

গুল। আমি কি ক'রে জানব? আমি তো কি লেখা আছে দেখি নি।

দারা। এতে লেখা আছে, "তোমার পিতার আত্মাকে স্মরণ ক'রে, তোমার উদ্দেশ্য ভুলো না।" ভাল মন্দ বিচার ক'রবার আর আমার অবসর কই?

গুল। তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

দারা। কি বল?

গুল। আমি জানি না তোমার উদ্দেশ্য কি, কার্য্য কি! কিন্তু আমার মন ব'লছে, তুমি এখান থেকে চ'লে যাও। আমি একদিন মাত্র এখানে এসেছি। কিন্তু এই একদিনেই দেখছি, নরকের সমস্ত বাতাস এই প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষে, প্রত্যেক গৃহকোণে তার বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে! তুমি দর্পণে নিজের মুখ দেখ নি, তাই বুঝতে পাচ্ছ না;—কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি এই ক'দিনে, এই ঐশ্বর্য্যের আবর্জ্জনার মধ্যে এসে, তোমার মুখ কি মলিন হ'য়েছে। দুশ্চিন্তার রেখা কেমন তোমার ঐ সরল সুন্দর মুখে ফুটে উঠেছে!

দারা। তুমি যা ব'লছ—হয় তো তার এতটুকু মিথ্যা নয়—সব সত্য। কিন্তু গুল্‌রুখ্., আমি আত্মবিক্রয় ক'রেছি! শয়তানের কাছে কি দেবতার কাছে, তা ব'লতে পারি না। আমার আর ফেরবার উপায় নেই!

গুল। তোমার কি উদ্দেশ্য তা কি আমায় ব'লবে না?

দারা। না, আমি ভিন্ন পৃথিবীর আর কেউ সে কথা শুনবে না; সে কথা অতি গোপনীয়।

গুল। গোপনীয়?—নিশ্চয় তা হ'লে সে কাজ ভাল কাজ নয়! নিশ্চয় তুমি শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় ক'রেছ,—দেবতার কাছে নয়! তুমি আমার কাছে কি লুকোবে দারা? জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত তোমায় দেখে আসছি; তোমার ছায়া দেখলে, তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পারি। তুমি ফের,—চল আবার আমরা সেই কুঁড়ে ঘরে ফিরে যাই। সেই আঙ্গুর ক্ষেত, সেই পাহাড়ের কোলে ঢ'লে পড়া মাঠ, সেই ইসুফ, সেই তুমি, সেই আমি!—তুমি বুঝতে পারছ না, কি মোহে তুমি সে সব ভুলে গেছ। তুমি আমাদের ভুলেছ, নিজেকে ভুলেছ! চল দারা, আর দেরী ক'রোনা—চল!

দারা। (স্বগত) সত্যই কি অন্যায় ক'রছি? সত্যই কি মোহে ডুবেছি?

গুল। কি ভাবছ? তোমার পায়ে ধরি দারা, আর সময় নষ্ট ক'রোনা; চল, এখনি এ পাপ স্থান ত্যাগ করি।

দারা। স্বেচ্ছায়, সাধ ক'রে পায়ে লোহার বেড়ী প'রেছি—আর আমার যাবার উপায় নেই! গুলরুখ্.! তুমি আমার সকল কথা জান না—

গুল। আমি জানি; আমি দেখেছি! তুমি ভালবাস নি! ভালবাসা মুখকে মলিন করে না, বুকে পাষাণের ভার চাপিয়ে দেয় না! সে স্বর্গের জ্যোতি এনে পৃথিবীর যা কিছু ·মলিন, যা কিছু কুৎসিত, তাকে সুন্দর ক'রে দেয়—তাকে পবিত্র ক'রে দেয়! দারা! আর নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে এনো না।

দারা। সর্ব্বনাশ যা হবার তা হ'য়ে গেছে! গুলরুখ্! যে দারাকে তোমরা চিনতে, সে দারা ম'রে গেছে! গুলরুখ্! তোমরা আর আমার জন্যে দুঃখ ক'রো না, আক্ষেপ ক'রো না! আমি হতভাগ্য—সত্যই মহাপাপী! তোমরা আমায় ভুলে যাও! ইস্মুফকে আমার সেলাম দিও। তুমি আমার জন্য যে দুঃসাহসের কাজ ক'রেছ,—এ সংসারে কোন বোনই তার ভাইয়ের জন্যে এত করে নি!—তুমি আমায় মাপ কর! আমি উন্মাদ! [প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া] তুমিও আর এখানে থেক' না—তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও। [প্রস্থান।

গুল। মানুষ এমন নিষ্ঠুরও হয়,—এমন নিষ্ঠুরও হ'তে পারে? অনায়াসে ভুলে গেল! কিন্তু, আমি কি নিয়ে ফিরব?—এত দিনের স্মৃতি, এত দিনের আদর!—আমার যে আর কেউ নেই!—গরীবের মেয়ে—পরের বাড়ী মানুষ হ'য়েছি; জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত এই দারাকেই যে ভালবেসেছি! আর আজ সেই দারা, আমারই সাম্‌নে, আর একজনের জন্য পাগল! একবার আমার দিকে ফিরেও চাইলে না! কেন এখানে এলুম? বাড়ী ব'সে সেই আগেকার দারাকে ভাবতুম, সে যে আমার ছিল ভাল! এ স্মৃতি নিয়ে আমি কেমন ক'রে ফিরব? কেমন ক'রে বেঁচে থাকবো?

[গীত]

পীতকা ওয়াদা করকে পিয়া কেঁও পীত নিভানা ছোড় দিয়া।
মেহের কি আঁখিয়া ফের লিও ইস্ দেশকা আনা ছোড় দিয়া॥
শরবতে দিদ্‌কা পিয়াসা হুঁ পিলাতে যাও
তুম যব আয়ে হো তো সুরত ভি দেখাতে যাও ;—
পরদয়ে শরম মেরি জান উঠাতে যাও,
আগ যো দিল্‌মে লাগি হ্যায় উ বুঝাতে যাও॥

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যানের অপরাংশ

(সখিগণ)

১মা। আজ রাজা রাণী সকাল সকাল চ'লে গেলেন, ব্যাপার খানা কি ?

২য়া। বাদশাহী মর্জ্জি! আমরা কি বুঝব বল্ ?

৩য়া। এই দারা, এই তো সবে দু'দিন এসেছে—কিন্তু, আমার মনে হয়—রাণী ওকে—

৪র্থী। চুপ চুপ, ওকথা আমাদের ব'লতে নেই!

১মা। কিন্তু সামান্য একজন চাকর—

২য়া। তোর যেমন বুদ্ধি! প্রণয়ের দেবতাটী যে কাণা!

১মা। একেবারে তাল কাণা!

[সখিগণের গীত]

প্রণয়! তোমায় বহুত বহুত সেলাম।
খেয়ালের বাদশা তুমি,
(কিন্তু) প্রাণটী তোমার গোলাম॥

তোমার নাইক জাত-বিচার,
মান না রাজার শাসন সমাজ বাঁধন,
কর আলোয় কালোয় একাকার—
(দেখ) সাহেব কাঁদে একাভ্যাকা,
বিবি ধরে রঙের গোলাম ॥

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

[প্রাসাদস্থ একটী সুবৃহৎ দরদালান। বামদিকের কোণে একটী বড় জানালা। উহার মধ্য হইতে ইরাণের কতকাংশ চন্দ্রালোকে দেখা যাইতেছে। দক্ষিণের কোণে একটী সিঁড়ি বরাবর দ্বিতলে উঠিয়াছে। সিঁড়ির সম্মুখেই উপরে বড় দরজা ; লাল রঙের মখমলের পরদায় ঢাকা। পর্দ্দার উপরে বাদশার পাঞ্জা সোণালী জরির কাজ করা। সিঁড়ির সর্ব্বনিম্ন ধাপে একজন কাল কাপড় মুড়ি দিয়া বসিয়া ছিল। দালানে একটী লৌহদণ্ডের উপর লৌহ আলো জ্বলিতেছিল। বাহিরে মাঝে মাঝে বজ্রধ্বনি হইতেছিল এবং বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। রাত্রি গভীর। দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া বাম দিকের জানালা হইতে দারা প্রবেশ করিল]

দারা। ঝড় বাড়ছে ! [জানালা দিয়া দেখিয়া] রাত্রি কি ভীষণ ! [ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া] একি ! কে তুমি !— কৃষ্ণবর্ণের আবরণে মৃত্যু কি আজ আকার ধ'রে এখানে ব'সে আছে ? [একটু পরে] তুমি কি বাক্‌শক্তিহীন ?—কে তুমি ? আমার পথ ছাড়, আমি উপরে উঠ্‌ব।

[মূর্ত্তিটী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আবরণ উন্মোচন করিল]

নাদের। দারা জোবেয়ার ! আজ তোমার মৃত পিতার আত্মা আনন্দে হাসছে।

দারা। একি! আপনি?

নাদের। তোমার জন্যই অপেক্ষা ক'রেছিলেম।

দারা। মনে করি নি যে, এ অবস্থায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে; হ'ল, ভালই হ'ল। আমার কার্য্য জেনেই যান।

নাদের। তার আগে, আমি কি বন্দোবস্ত ক'রেছি শোন। আমি ফটকের সাম্‌নে, রাস্তার একটু ওধারে, দুটী ভাল আরবী ঘোড়া রেখে এসেছি; ঝড়ের মত তাদের গতি—কাজ শেষ ক'রেই তুমি সেখানে যাবে। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রব। তারপর, ঘোড়া যদি পথে না ম'রে যায়—আশা করি দুপুরের পূর্ব্বেই আমরা খোরাসানে পৌঁছুতে পারব। আমি সেখানকার নগরবাসীদের বড় বড় ওমরাহদের প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে ব'লে এসেছি। তোমাকে পেলেই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রবে— তোমার পিতৃ-সিংহাসনে তোমাকে বসাবে। আর নৃশংস দাউদের মৃত্যুর পর—আমাদের এই এতদিনের চেষ্টা বোধ হয় ব্যর্থ হবে না। খোরাসানের সিংহাসনে তার ন্যায্য অধিকারীই ব'সবে।

দারা। অসম্ভব!

নাদের। অসম্ভব নয়! বিশ বৎসরের চেষ্টা অসম্ভব নয়! এতদিন পরে বন্ধুর ঋণের কতক পরিশোধ হবে।

দারা। কিন্তু নাদের শা! আমি তো বৃদ্ধ রাজাকে হত্যা ক'রব না।

নাদের। বৃদ্ধ হ'য়েছি ব'লে কি শ্রবণশক্তিও হারিয়েছি? তোমার কথা কি আমি ভাল শুনতে পাই নি? তোমার পিতার সেই ছুরী এখনও তোমার কটিদেশে—ঐ ছুরী স্পর্শ ক'রে তুমি

কি শপথ কর নি—যে তুমি তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে? এখন তবে কি আমি ভুল শুনলুম?

দারা। না, আপনি ঠিকই শুনেছেন! আমি এ বৃদ্ধকে হত্যা ক'রব না।

নাদের। তোমার প্রতিজ্ঞা?

দারা। প্রতিজ্ঞা পালন ক'রব না!

নাদের। তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ?

দারা। আপনি কি মনে করেন,—ঐ বৃদ্ধের উত্তপ্ত শোণিতে আমার হস্ত রঞ্জিত দেখলে, আমার স্বর্গগত পিতা আনন্দিত হবেন?

নাদের। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দারা। কিন্তু আমার আছে। শাস্তিদাতা ঈশ্বর, তিনিই পাপীর শাস্তির বিধান করেন—আমি কে? আমি কখনও হত্যা ক'রব না।

নাদের। যদি হত্যাই ক'রবে না—তবে এখানে কেন?

দারা। প্রতিশোধ নিতে! কিন্তু এই বৃদ্ধকে হত্যা ক'রে নয়!—আমি এই বৃদ্ধের শয়ন-কক্ষে যাব, দেখব সে ঘুমুচ্ছে; তার বুকের উপর ধীরে ধীরে এই ছুরী আর পত্র রেখে আসব; সে জাগবে—পত্র প'ড়বে;—বুঝবে যে, আমি ইচ্ছা ক'রলে তাকে হত্যা ক'রতে পারতুম, কিন্তু দয়া ক'রে করি নি। চিনবে—যে এ ছুরী কার; জানবে—আমি কে। এই প্রতিশোধ ছাড়া আমি আর কোন প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত নই।

নাদের। তুমি তাকে হত্যা ক'রবে না?

দারা। না।

নাদের। বীর পিতার কাপুরুষ পুত্র!—ঐ আততায়ী বৃদ্ধই তোমার পিতাকে বন্দী ক'রেছিল—তাকে বিক্রয় ক'রেছিল—তাকে জহ্লাদের কুঠারে হত্যা করিয়েছিল।

দারা। আমি তখনই তো ওকে হত্যা ক'রতে গিয়েছিলেম—প্রথম যখন ওকে দেখি—কিন্তু আপনিই তো তা ক'রতে দেন নি।

নাদের। তখন সময় হয় নি! আর এখন, যখন সময় আর সুযোগ এসেছে—মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে, কাপুরুষের মত পিছিয়ে আসছ। কাপুরুষ! মনকে দৃঢ় কর! কটি থেকে ঐ ছুরী খুলে নাও; —ঐ সম্মুখের গৃহে তোমার পিতৃ-শত্রু! ঐ ছুরীর তীব্র মুখে তার হৃদ্‌পিণ্ড উপ্‌ড়ে নিয়ে এস!

দারা। আপনি আমার পিতার বন্ধু, সত্যই বন্ধু। আপনিই বলুন দেখি, আজ যদি আমার পিতা জীবিত থাকতেন;—আপনারই মুখে শুনেছি, আমার সেই বীর—মহৎ—উদার পিতা—সামান্য একজন চোরের মত, রাত্রির অন্ধকারে আপনাকে লুকিয়ে—ঐ নিদ্রিত বৃদ্ধের বুকে কি এই ছুরী বসিয়ে দিতে পারতেন? বলুন—আমার কথার উত্তর দিন?

নাদের। (ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া) তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছ,—তোমার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই উচিত! তুমি মনে ক'রছ, আমি তোমার কথা জানি না? তুমি এক কুহকিনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হ'য়ে তোমার বীরত্ব, মনুষ্যত্ব, সব জলাঞ্জলি দিয়েছ। হা রে অকৃতজ্ঞ পুত্র!—আজ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই—যে আমার পুত্র নেই!

দারা। বৃদ্ধ! আমায় ক্ষমা করুন! যা মনুষ্যোচিত নয়, তা আমি কখনও ক'রব না।

[নেপথ্যে বাদশার শয়ন-কক্ষ হইতে আর্ত্তধ্বনি]

দারা। কি ও ?—আপনি কি কিছু শব্দ শুনতে পেলেন ?

নাদের। না। তা হ'লে কি ক'রবে ?

দারা। আপনাকে তো ব'লেছি—এই ছুরী আর এই পত্র তার বুকের উপর রেখে আসব ; তারপর জন্মের মত এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাব—আর এ দিকে মুখ ফেরাব না। আজ আমাকে একজন পাপ পুণ্য চিনিয়ে দিয়েছে,—আপনি যার হাত দিয়ে এই ছুরী আমায় পাঠিয়েছিলেন, চিঠি পাঠিয়েছিলেন। গোপনে কোন কাজই ভাল নয় ;—গুপ্ত হত্যা, শয়তানও ক'রতে দ্বিধা করে—আমি তো মানুষ !

[গৃহাভ্যন্তরে পুনরায় আর্ত্তধ্বনি]

দারা। (চমকাইয়া) ঐ—আবার! একি! আপনি কিছু শুনতে পাচ্ছেন না ?

নাদের। না আমার কাণে একটী কথা অহরহ ঝঙ্কার তুলে আছে,—সে প্রতিশোধ! যাক্, এখনি প্রভাত হবে, আর সময় নষ্ট ক'রব না। আমি শেষবার তোমায় জিজ্ঞাসা করি—তুমি তোমার পিতৃহন্তাকে হত্যা ক'রবে কি না ?

দারা। না—না—না!

নাদের। অকৃতজ্ঞ পুত্র !—পিতৃশোণিতের অবমাননাকারী পুত্র !

দারা। যে জীবন দান ক'রতে পারি না, সে জীবন নিতেও পারি না !

নাদের। বেশ! যা ভাল বোঝ' কর ;—আমি চ'ল্লেম।

দারা। মহানুভব বৃদ্ধ ! একদিন বুঝতে পারবেন,—যে প্রতিশোধ আমি নিচ্ছি, তার চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর হ'তে পারে না !

নাদের। ভীরু! দুর্ব্বলচিত্ত!

[দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া নীচে পড়িল]

দারা। (নতজানু হইয়া) পিতা! পিতা! কখনও তোমায় দেখি নি। যদি পরলোক থেকে মৃতের আত্মা আকার ধ'রে ফিরে আসে,—তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও! একবার কথা ক'য়ে বল, যে প্রতিশোধ আমি নিতে যাচ্ছি, তা তোমার বাঞ্ছনীয় কি না? মৃত্যুর লৌহদ্বার উন্মোচন ক'রে, একবার স্বর্গ হ'তে নেমে এস; আমি তোমার চরণ স্পর্শ ক'রে, তোমারই পুত্রের যোগ্য কার্য্য করি! (উঠিয়া) আর বিলম্বে ফল কি? যাই—শীঘ্র কার্য্যের শেষ করি! (অঙ্গাবরণ হইতে একখানি পত্র লইয়া) এই পত্র, আর এই ছুরী; যখন বৃদ্ধ জেগে উঠে তার বুকের উপর দেখবে,—তার আজীবনের পাপরাশি স্মরণ ক'রে সে কি একবারও শিউরে উঠবে না? এর পর থেকে যতদিন বেঁচে থাকবে—সে কি তেমনি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় থাকবে?—কে জানে? থাক্, যা হবার হবে! পিতা! পিতা! আমার মনে হ'চ্ছে—যেন আমি তোমারই আজ্ঞা পালন ক'রতে যাচ্ছি! মনে হ'চ্ছে—তোমারই আশীর্ব্বাদে আমি পাপ আর পুণ্যকে চিনতে পেরেছি!

[ধীরে ধীরে চোরের মত সিঁড়িতে উঠিয়া সম্মুখস্থ পর্দ্দার দিকে যেমন হাত বাড়াইল, দেখিল পর্দ্দা সরাইয়া শুভ্রবস্ত্র পরিহিতা ইরাণের রাণী দাঁড়াইয়া; দারা চমকাইয়া এক পদ পিছাইল।]

রাণী। দারা! তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?

দারা। শুভ্রবস্ত্রের আবরণে, স্বর্গের দেবকন্যা কি নেমে এলে আমায়

ব'লতে,—যে প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ? বল দেবি! কি আদেশ?

রাণী। দারা! আজ তোমার আমার প্রণয়ের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই, ব্যবধান নেই! এখন আমরা নির্ভয়ে এ পুরী ত্যাগ ক'রতে পারি।

দারা। না—প্রতিবন্ধক আর নেই।—এখন আমি মুক্ত! তবে আমার একটা কাজ বাকি আছে, একবার বাদশার গৃহে যাব। এই চিঠি, এই ছোরা, তাঁর কাছে রেখে আসব। যখন তিনি জাগবেন—

রাণী। কে জাগবেন?

দারা। বৃদ্ধ বাদশা।

রাণী। বৃদ্ধ আর জাগবে না!

দারা। জাগবে না? কেন?

রাণী। সে আর ইহলোকে নেই!

দারা। একি অভাবনীয় ব্যাপার? ভগবান্ আজই তার মৃত্যুর বিধান ক'ল্লেন?

রাণী। ভগবান্ নয়—আমি তাকে হত্যা ক'রেছি।

দারা। (ভীতস্বরে) উঃ!

রাণী। তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে এলে, আমি স্থির ক'রেছিলেম, আজ রাত্রেই আমি আত্মহত্যা ক'রব! দেখ দারা, আমার জীবনে কোন সুখ নেই; কখনও সুখের মুখ দেখি নি! তোমায় দেখে—তোমায় ভালবেসে—মনে ক'রেছিলেম সুখী হব। কিন্তু, যখন দেখলেম আমার সে আশা দুরাশা—যখন তুমি ব'ল্লে যে, আমাদের প্রণয়ের মধ্যে

ব্যবধান আছে,—সে ব্যবধান অতিক্রম করা তোমার সাধ্যাতীত,—তখন মৃত্যু ভিন্ন আমার এ দুঃখের জীবনে আর কি কাজ থাকতে পারে? ছুরী সংগ্রহ ক'রে রাখলেম,—মনে ক'রলেম—সকলে ঘুমুলে এই ছুরী বুকে বসিয়ে দেব। স্বামীর শয়ন-কক্ষে এলেম। নিদ্রা ছিল না। গভীর রাত্রে উঠে দেখি,—তখনও ঘরে আলো জ্ব'লছে,—বৃদ্ধ অকাতরে ঘুমুচ্ছে! তার ওষ্ঠে বিদ্রূপের হাসি—তখনও কণ্ঠে স্বপ্নোচ্চারিত অভিশাপ-বাণী। হঠাৎ তোমাকে মনে প'ড়ল! মনে হ'ল—এই তো প্রতিবন্ধক, আর প্রতিবন্ধক কি? তারপর যে ছুরী নিজের বুকে বসাব মনে ক'রেছিলেম,—সেই ছুরী বৃদ্ধের বুকে বসিয়ে দিলেম।

দারা। ভগবান্!

রাণী। এস, কাছে এস—আর ভয় কি? চল, আমরা দু'জনে এখান থেকে পালিয়ে যাই। আমাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল,—তা তো আর নেই! সকাল হ'য়ে আসছে,—চল, পালাই চল, আর দেরী নয়। [রাণী হাত বাড়াইয়া দারাকে স্পর্শ করিতে গেল]

দারা। (সরিয়া) আমায় স্পর্শ ক'রো না—আমায় স্পর্শ ক'রো না! ওঃ! অপবিত্রা নারী!—নরকের কোন্ প্রেত তোমাকে এই ঘৃণিত কাজ ক'রতে উত্তেজিত ক'রেছে? ক'রেছ কি? তুমি তোমার স্বামীকে হত্যা ক'রেছ? শুধু স্বামীকে নয়—তোমার নারীত্ব, তোমার প্রেম, তোমার নারী-হৃদয়-সুলভ সুকুমার বৃত্তি,—সব—সব—রক্তধারায় কলঙ্কিত ক'রেছ?

রাণী। (বিভ্রান্ত হইয়া) তোমারই জন্য দারা!—তোমারই জন্য তো

আমি এই কাজ করিছি! এই তো তুমি চেয়েছিলে? পুরুষ জানে না, নারী ভালবাসার জন্য কি না ক'রতে পারে! আমি আমার ইহকাল—পরকাল—আমার আত্মা—সব রক্তের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছি শুধু তোমার জন্য—তোমাকে পাব ব'লে? তোমায় চির-পবিত্র রেখে, তোমার প্রতিবন্ধককে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলে দিতে! ধর দারা—আমার হাত ধর।

দারা এ হাত,—কখনও নরহন্ত্রীর হাত স্পর্শ ক'রবে না! তোমার আর আমার মাঝখানে তপ্ত রক্তের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। সে রক্তনদীর পরপারে যাবার সামর্থ্য আমার নেই, সাহস আমার নেই। তোমার মুখ দর্শনও মহাপাপ!

রাণী। (খুব কাতর স্বরে) তোমার জন্যই তো দারা! তোমার জন্য! তুমিই তো ব'লেছিলে—তুমি আমায় ভালবাসতে পার না;—তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান আছে,—সেই ব্যবধানই আমি সরিয়ে দিয়েছি! তবে অমন ক'রছ কেন?

দারা তুমি ভুল বুঝেছিলে। আমাদের প্রণয়ের মাঝখানে পুণ্য ছিল না—পাপ ছিল! সে পাপকে তুমি নিজের হাতে মহাপাপে পরিণত ক'রেছ। প্রণয়—তার শুভ্র জ্যোতিতে হৃদয়ের সমস্ত মলিনতাকে আলোকোজ্জ্বল করে;—সে দৈন্যে সমৃদ্ধি আনে, সঙ্কীর্ণকে উদার করে! তার পবিত্র স্পর্শে, পাপ পুণ্যে পরিণত হয়। জগতের যত কিছু দুর্নীতি, যত কিছু অত্যাচার উৎপীড়ন, তার যাদুমন্ত্রে বাষ্পের মত আকাশে বিলীন হ'য়ে যায়। প্রণয়—জগদীশ্বরের দয়ার দান, তাঁর অস্তিত্বের পরিচয়, তাঁর স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্!

এ প্রণয় তোমাকে মুগ্ধ করে নি! তা যদি ক'র্ত—তাহ'লে নারী! তোমার ঐ কোমল হাতে কখনও ছুরী ধ'রতে পারতে না!

রাণী। দারা!—

দারা। ও ঘৃণিত মুখে আমার নাম উচ্চারণ ক'র না। যাও—আমার সম্মুখ থেকে দূর হও!

রাণী। [যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিলেন, উঠিলেন। দু' একবার এইরূপ আরোহণ ও অবতরণ করিয়া] ভগবান্! আমি একেই ভাল বেসেছিলেম?

দারা। তুমি কখনও আমায় ভালবাস নি।

রাণী। দারা! তুমি যা ব'ললে, এ সব কথার কথা—কথার কথা—দারা! (নতজানু হইয়া) আমায় ঘৃণা ক'র না—আর যদি কর,—তোমার ঐ ছুরী আমার বুকে বসিয়ে দাও! আমায় হত্যা কর—হত্যা কর! দেরী ক'র না! এই বুক চিরে দেখ—দেখ তোমারই মূর্ত্তি সেখানে অঙ্কিত আছে কি না! আমি মিথ্যা বলি নি দারা! আমি এখনও তোমায় ভাল-বাসি! ওকি ও! এতটুকু অনুগ্রহ আমায় ক'রবে না? তবে—(ছুরী বাহির করিয়া) এই ছুরী দিয়েই তোমার পদতলে এ জীবনের শেষ করি।

[দারা ত্রস্ত-হস্তে ছুরী কাড়িয়া লইল]

দারা। আত্মহত্যা ক'রবার অধিকার কারও নেই। ওঃ! তোমার হাতে এখনও রক্তের দাগ—এই ছুরীতে এখনও রক্তের দাগ! আজ নরক এখানে নেমে এসেছে, আর এখানে

দাঁড়ান উচিত নয়! যাও নারী! মৃতের শয্যাপার্শ্বে ব'সে চোখের জলে ঐ রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলগে!

রাণী। (ধীরে ধীরে উঠিয়া) অত্যাচারী কে নয়?—পুরুষ! তুমিই নারীকে প্রলুব্ধ কর, তুমিই প্রেমের গান গেয়ে তাকে জ্ঞানশূন্য কর, তুমিই হাত ধ'রে তাকে পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে তোল;—তার পর, সে যখন সেখান থেকে প'ড়ে যায়—তার দিকে ফিরেও চাও না!—দারা! আজ যে আমি স্বামিহন্ত্রী, এর জন্যে কি তুমি একটুও দায়ী নও?

[এই সময় বজ্রধ্বনি হইল। জানালা দিয়া দেখা গেল বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে।]

দারা। সে বিচার ভগবান্ ক'রবেন!

রাণী। (ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে উঠিতে) এই পরিণাম?—
[পর্দ্দার নিকট গিয়া গৃহ প্রবেশের পূর্ব্বে আর একথবার দারার প্রতি ফিরিয়া চাহিল। এই সময় মুহুর্ম্মুহু বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। দারা নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।]

[রাণীর প্রস্থান।

দারা। সত্যই কি আমি এই হত্যার জন্য দায়ী? যদি তাই হয়,—দুর্ব্বল রমণী,—তার অপরাধ কি আমার অপরাধের চেয়েও গুরুতর? তারপর, এই হত্যার জন্যে তো ঐ হতভাগিনীকেই দায়ী ক'রবে?—আমার সঙ্গে পালাতে চাচ্চিল—অন্ততঃ তার জীবন রক্ষার জন্য, তার পলায়নে সহায়তা করাও তো আমার উচিত ছিল? রাণী! রাণী! ফের—ফের! (উপরে উঠিতে উঠিতে শুনিয়া) একি? বাইরে বহু লোকের পদশব্দ কেন? বাইরে মশালের আলো জ্বলছে! গোলও

তো বাড়ছে! ভগবান্! ভগবান্! যেন তারা রাণীকে না ধরে! রাণী! রাণী! এখনও নেমে এস, পালিয়ে এস? এখনও পালাবার উপায় আছে।

রাণী। (ভিতর হইতে) যে আমার স্বামীকে হত্যা ক'রেছে—সে এই পথ দিয়ে পালিয়েছে।

[সিঁড়ির নিম্নে কতকগুলি সৈন্য ইতস্ততঃ অপরাধীকে খুঁজিতেছিল, প্রথমে তাহারা দারাকে দেখিতে পায় নাই। উপরে রাণী—তাহার চারিদিকে ভৃত্যেরা মশাল জ্বালাইয়া দাঁড়াইল। রাণী আঙ্গুল দিয়া দারাকে দেখাইয়া দিল। সৈন্যেরা ত্বরিত তাহাকে ধরিল। একজন সৈন্য তাহার হাত হইতে রক্তাক্ত ছোরাখানি লইয়া, দর্শকগণের পুরোভাগে আসিয়া তাহাদের অধ্যক্ষকে দেখাইল।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

১ম নাগ। কি দিন কালই প'ড়ল! শোবার ঘরে ঢুকে, রাজা রাণী শুয়ে, তার একজনের বুকে ছুরী বসিয়ে দিলে!

২য় নাগ। বুকে নয়—বুকে নয়—গলায়!

৩য় নাগ। হাঁ—গলায়? তুমি দেখেছ?

২য় নাগ। বাজী রাখ?

৩য় নাগ। বাজী রাখ?

১ম নাগ। ওহে! একটু আস্তে। ঐ দাণ্ডা দেখেছ?

২য় নাগ। দেখেছি। তা ভয় নাকি?

৩য় নাগ। মোদ্দাৎ গলায় নয়—বুকে। তা যদি না হয় তো আমি যা ব'লেছি সব মিথ্যে।

২য় নাগ। মিছেই তো? তুই যা ব'লবি সব মিছে।

৩য় নাগ। মিছে? আচ্ছা বাজী রাখ?

১ম নাগ। আরে কি মিছে গোল কর? খুন-খারাপি কাণ্ড, একটু আস্তে কথা কও!

২য় নাগ। কি রকম বিচার হবে? আগে ফাঁসী দেবে, পরে বিচার ক'রবে—না আগে বিচার ক'রবে, তার পরে ফাঁসী দেবে?

১ম নাগ। আগে তোর ফাঁসী দেবে—আহাম্মক কোথাকার।

৩য় নাগ। আরে চট কেন? আমায় বুঝিয়েই দাও। এসব আইনের মার-প্যাঁচ জানব কেমন ক'রে বল?

২য় নাগ। না হে; কথাটা নেহাৎ উড়িয়ে দেবার নয়! আমার বোধ হয়, আগে ফাঁসী দেবে, দিয়ে বিচার ক'রবে। নইলে পরে যদি কোন রকম অবিচার হয়?

৩য় নাগ। ফাঁসীই দেবে, কি বল?

১ম নাগ। তা আর দেবে না? এতো আর যাকে তাকে খুন নয়—স্বয়ং বাদশা! বড়লোকেরা যদি পাখী মারতে গিয়ে আমাদের মেরে ফেলে, কি লাথি মেরে পেটটা ফাটিয়ে দেয়—সেটা হয় দৈবাৎ! আর এটা যে নির্ঘাৎ! আঁতে ঘা!

২য় নাগ। কেন ভাই! বড়লোকের রক্তের রঙের সঙ্গে আমাদের রক্তের রঙের কিছু তফাৎ আছে? এই যে বাদশাকে কেটেছে, এর রক্তের রঙটাও কি লাল?

১ম নাগ। না, আলকাতরার মতন কালো; অমন অত্যাচারীর রক্ত কি লাল হয় রে মুখ্যু! ভগবান্ যাদের শরীরে কালো রক্ত দেন, তারাই হয় দুষ্টু—বদমাইস্—জানিস্?

২য় নাগ। আরে চুপ কর, চুপ কর। কথাটা খারাপ—কেউ যদি শোনে?

২য় নাগ। হাঁ—হাঁ, ঐ সেপাই শালা কট্‌মট্ ক'রে চেয়ে আছে।

১ম নাগ। থাক্ না চেয়ে—চোখের পাতায় তো আর চাবুক ঝোলে না—যে সপাং ক'রে পিঠে প'ড়বে?

৩য় নাগ। যে ছোঁড়াটা খুন ক'রেছে—সে লোক কেমন?

১ম নাগ। লোক শুনেছি খুব ভাল। কিন্তু, খুন যে ক'রলে কেন—তা বোঝা যাচ্ছে না।

২য় নাগ। ওহে—ওহে ঐ রাজ-বাড়ীর বুড়ী বাঁদী এদিকে আসছে না?

৩য় নাগ। হাঁ—ঐ তো লম্বা দাড়ী!

১ম নাগ। আরে এ গাধাটাকে শূলে দেয় না কেন? আসছে বাঁদী, বলে লম্বা দাড়ী!

৩য় নাগ। আরে হ'লেই বা বাঁদী—বাঁদীর বুঝি আর দাড়ী গজাতে নেই? বাজী রাখ?

২য় নাগ। নে থাম্! আর বাজীতে কাজ নেই।

৩য় নাগ। থামবো কেন? আমার মা'র মুখে শুনেছি, আমার নানী ছেলেবেলায় আমাকে তার দাড়ীতে বেঁধে কত দোল খাওয়াত—কত আদর ক'রত!

১ম নাগ। আরে মুখ্যু এলো—ঐ দেখ, ওর দাড়ী কই?

৩য় নাগ। কামিয়েছে। কামালে বুঝি দাড়ী থাকে? আমি কতদিন দেখেছি, চকে ব'সে ও বেটি দাড়ী কামাচ্ছে।

(জনৈক বৃদ্ধা বাঁদীর প্রবেশ)

১ম নাগ। এই যে বড় বিবি। বড় বিবি, খবর কি বলুন তো?

২য় নাগ। খুন ক'রলে কখন?

৩য় নাগ। ধরা প'ড়ল কি ক'রে?

২য় নাগ। ধ'রলে কে?

১ম নাগ। কত রাত্রে এ কাণ্ডটা হ'ল?

২য় নাগ। রক্তটা কালো—না হ'লদে?

বৃ-বাঁদী। যে যার ঘরে গিয়ে দোর দে রে, ঘরে গিয়ে দোর দে! এইবার পিরথিমি ওল্‌টাবে। আমি জানি, যখনই রুটী সেঁকতে গিয়ে পুড়ে গিয়েছে—তখনই একটা কাণ্ড ঘটবে! আমার তিনি যেদিন মারা যান্—

৩য় নাগ। তাকেও কি খুন ক'রেছিল নাকি ?

বৃ-বাঁদী। তোর সাতগুষ্টিকে খুন করুক। বালাই বালাই ষাট্—খুন ক'রবে কেন ? ফুরসীতে তামাক টানতে টানতে খুক ক'রে একবার কাস্‌লে—আর চোখ দুটো ওল্‌টালো।

১ম নাগ। বেগম সাহেবা খুব কাঁদছেন ?

বৃ-বাঁদী। আরে সে কান্না ব'লে কান্না! বেগমের কান্না! একি আর আমরা, যে এক চোখে কাঁদছি—

৩য় নাগ। আর এক চোখে সুরুয়া খাচ্ছ ?

২য় নাগ। তোর মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে। চোখ দিয়ে খায় নাকি ?

৩য় নাগ। খায় না ? বাজী রাখ ?

১ম নাগ। বেগম সাহেবা বড়ই কাতর হ'য়েছেন, না ?

বৃ-বাঁদী। কাতর ব'লে কাতর ? কাল সমস্ত রাত তাকে একবারও শোয়াতে পারি নি! খালি পায়চারী ক'রেছে—খালি পায়চারী ক'রেছে! কত বোঝালুম—কিছুতেই শুনো না। বল্লে, ঘুমুলে যদি স্বপ্ন দেখি ? এমন অনাছিষ্টি কথাও শুনি নি বাপু!

১ম নাগ। বেগম সাহেবা এখন কি ক'রছেন ?

বৃ-বাঁদী। এখনি দরবারে ব'সবে। রাজ্যি তো চালাতে হবে ? বড় ঘরের বড় কথা! খুনের বিচার হবে, বড় বড় কাজীরা দাড়ী নাড়বে, সেপাইরা হুম্‌কি দেবে। আমি যাই ঘর-দোর সামলে আসি ; কি জানি যদি পিরথিমি ওল্‌টায় ?

[প্রস্থান।

৩য় নাগ। আচ্ছা ? রাণী দরবারে ব'সবে কেন ? দরবার করে তো পুরুষমানুষ ?

১ম নাগ। এ দেশের এই নিয়ম। রাজা ম'রে গেলে, রাণী তার হ'য়ে কাজ করে।

৩য় নাগ। রাজা ম'রে গেলে, রাণীরা কি তাহ'লে পুরুষ হয়?

২য় নাগ। এটা কোথাকার বাঁদর? যেমন চেহারা তেমনি বুদ্ধি!

৩য় নাগ। আহা! চট কেন? বুঝতে পারছি নি, বুঝিয়ে দাও না।

(দ্রুতপদে নাদেরের প্রবেশ)

নাদের। (১ম নাগরিকের প্রতি) সত্যিই কি বাদশা ম'রেছেন?

৩য় নাগ। সেটা ঠিক বলা যায় না, তবে তিনি খুন হ'য়েছেন।

১ম নাগ। বুকে একখানি ছুরী বসান।

নাদের। কে খুন ক'রলে?

৩য় নাগ। যে ধরা প'ড়েছে।

নাদের। সে কে?

৩য় নাগ। যে খুন ক'রেছে?

১ম নাগ। তুই থাম্। ইনি কি জানতে চান্, তা বুঝছিস?

২য় নাগ। বুঝি নি? বাজী রাখ?

নাদের। যে ধরা প'ড়েছে তাঁর নাম?

৩য় নাগ। বাপ-ঠাকুরদাদা যা রেখেছে!

১ম নাগ। আরে চল চল, এখানে দেরী ক'রে কাজ নেই। এতক্ষণ বোধ হয় বিচার সুরু হ'ল, চল দেখি গে।

২য় নাগ। হাঁ হাঁ, তাই চল, রাস্তায় গোল ক'রে কি হবে?

৩য় নাগ। আমায় সঙ্গে নিও, ছেলেমানুষ ব'লে ফেলে যেওনা।

[নাদের ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(গুলরুখের প্রবেশ)

নাদের। (গুলরুখ্‌কে দেখিয়া স্বগত) একি ! কালকের সেই বাঁদী না ? হাঁ ! সেই তো ? ঠিক হ'য়েছে—এর কাছে বোধ হয় সব খবর পাব। (নিকটে গিয়া) তোমাকে আমি চিনি। তুমি বেগম সাহেবার বাঁদী ! তুমি ব'লতে পার, যে বাদশাকে খুন করেছে, তার নাম কি ?

গুল। আপনার কণ্ঠস্বরে আমি চিনতে পেরেছি। আপনিই কাল—

নাদের। হাঁ—চুপ !

গুল। মশাই ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! দারা ধরা প'ড়েছে !

নাদের। দারা ? তুমি ঠিক জান ?

গুল। ঠিক জানি। তাকে বেঁধে নিয়ে গেছে। সে নাকি বাদশাকে খুন ক'রেছে।

নাদের। [স্বগত] আশ্চর্য্য ! স্পষ্ট আমায় বল্লে খুন ক'রব না—তারপর বোধ হয়, আর থাকতে পারে নি, প্রতিশোধ নিয়েছে। কিন্তু পালাল না কেন ? [প্রকাশ্যে] কি ক'রে ধ'রলে জান ?

গুল। প্রহরীরা ধ'রেছে। বেগম নিজে তাকে দেখিয়ে দিয়েছে।

নাদের। [স্বগত] বেগম দেখিয়ে দিয়েছে ? কি রকম হ'ল ? [প্রকাশ্যে] তারপর যখন ধরা পড়ে তখন তুমি সেখানে ছিলে ?

গুল। না। গোলমাল হ'তে একটু পরে আমি দূর থেকে দেখি। শুনি, রক্তমাখা ছোরাখানাও তখন তার হাতে ছিল। নিজের ছোরা।

নাদের। কি বল্লে ?

গুল। বেগমের নিজের ছোরা।

নাদের। [স্বগত] নিশ্চয় এর ভেতর কিছু রহস্য আছে। [প্রকাশ্যে] তুমি প্রাসাদ ছেড়ে হঠাৎ চ'লে এলে কেন ?

গুল। মশায়, আমি কে—তা আপনি জানেন না। দারার আর আমার বাড়ী এক গ্রামে। দারার জন্যেই আমি এখানে এসে বাঁদী হ'য়েছিলেম! দারার হয় তো মৃত্যুদণ্ড হবে। আমি আর এখানে কি ক'রব ?

নাদের। বুঝ্তে পারছি। তুমি আমার সঙ্গে এস। হয় তো দারার মৃত্যুদণ্ড নাও হ'তে পারে। তুমি আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রাসাদ-সংলগ্ন দরবার-গৃহ। মধ্যস্থলে সুবৃহৎ দরজা—দরজা হইতে একটু দূরে মধ্যস্থলে একখানি সিংহাসন ; তাহার উপরে সাদা সাটীনের সোণালী জরির কাজ করা চাঁদোয়া ; নিম্নে একখানি লম্বা বেঞ্চ লাল কাপড়ে ঢাকা, ইহা প্রধান কাজিদিগের বসিবার আসন। ইহার নিম্নে টেবিল, তাহার পার্শ্বে কর্ম্মচারীরা বসিয়া ; দুইজন সৈন্য চাঁদোয়ার দুইধারে দাঁড়াইয়া ; দুইজন দরজার দুই পাশে। রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণে ও বামে নাগরিকগণ ও দর্শকগণ দাঁড়াইয়া। উহাদের নিকট হইতে একটু দূরে দুইজন প্রহরী লোহা বাঁধান মোটা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া।]

প্রহরী। এই আস্তে! সব চুপ!

১ম নাগ। (নিম্নস্বরে) সবাই তো চুপ ক'রে আছে, তুমিই তো চেঁচাচ্ছ বাপধন ?

(লালবর্ণের পোষাক পরিয়া প্রধান কাজী ও সাদা পোষাকে অন্য দুইজন কাজীর প্রবেশ)

৩য় নাগ। ঐ যে রাঙ্গা পোষাক পরা, ঐ বুঝি জহ্লাদ ?

২য় নাগ। না, ঐ বড় কাজী।

(দুইজন প্রহরী দারাকে লইয়া প্রবেশ করিল)

ঐ আসামী নিশ্চয় ?

২য় নাগ। লোকটাকে তো ভাল-মানুষের মতই দেখাচ্ছে ?

১ম নাগ। দেখাবে না ? ঐ তো বদমায়েসের লক্ষণ ! এখন যে দিন কাল সব উল্‌টে গেছে ! এখনকার চোর বদমায়েস্ জোচ্চোররা সব সাধুর মত মুখ ক'রে থাকে। তাই তো সত্যিকার ভাল-মানুষদের জোর ক'রে বদমায়েসদের মত মুখ ক'রতে হয় !

৩য় নাগ। দেখ ঐ যে কুড়ুল কাঁধে ঐ সুমুন্ধিই জহ্লাদ ! বাপরে ! কুড়ুলখানা চক্ চক্ ক'চ্ছে দেখছিস ? ধার আছে নিশ্চয় ?

১ম নাগ। তোমার বুদ্ধির চেয়ে যে ধার আছে তার আর ভুল নেই।

৩য় নাগ। (নিজের ঘাড়ে হাত দিয়া) বাপরে ! দেখলে প্রাণটা আঁতকে উঠে !

১ম নাগ। তা তুই ঘাড়ে হাত দিচ্ছিস কেন ? তোকে কাটবে না—ভয় নেই ; তোকে শূলে দেবে !

[নেপথ্যে তুরী-ধ্বনি]

৩য় নাগ। ভেঁপু বাজে কেন ? বিচার হ'য়ে গেল বুঝি ?

১ম নাগ। আরে না, এখনও সুরুই হয় নি, তা হ'য়ে যাবে ? বোধ হয় বেগম সাহেবা আসছেন !

[পশ্চাতে বৃহৎ দরজা দিয়া কাল পোষাক পরিহিতা বেগমের প্রবেশ। দুইটী বালিকা বাঁদী তাঁহার অঙ্গাবরণ ধরিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে পুরোহিত এবং দুই চারিজন সভাসদ। সকলেরই কাল পোষাক। কেবল পুরোহিতের পোষাক ভিন্ন রঙের। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে রাণী বসিলেন। কাজী ও অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মচারীরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। পুরোহিত রাণীর পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে বসিলেন ; সভাসদগণ সিংহাসনের চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিল।]

জনৈক প্রহরী। এই স'রে দাঁড়াও—স'রে দাঁড়াও !

২য় ঐ। আস্তে—আস্তে !

প্রঃ কাজী। অপেনার অনুমতি হ'লে আমরা বাদশার হত্যার বিচার আরম্ভ ক'রতে পারি ?

[রাণী সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িলেন]

প্রঃ কাজী। কোথায় অপরাধী ? তোমার নাম কি ?

দারা। হজরৎ ! নামে প্রয়োজন ?

প্রঃ কাজী। তুমি খোরাসানী, এখানে দারা জোবেয়ার নামে পরিচিত ?

দারা। যে নামই হ'ক—মৃত্যুকালে সমান সবই !

প্রঃ কাজী। তুমি জান, কি ভয়ানক অপরাধে তুমি অভিযুক্ত ? কেন না তুমি মূর্খ নও ! অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পারছ ? তুমি শাহান শাহ ইরাণের বাদশা মহামতি দাউদ শাকে হত্যা ক'রেছ ব'লে অভিযুক্ত। এ সম্বন্ধে তোমার কিছু ব'লবার আছে ?

দারা। কিছু না।

প্রঃ কাজী। কিছু না ?

দারা। না।

প্রঃ কাজী। (উঠিয়া) দারা জোবেয়ার !

[দর্শকগণের মধ্য হইতে নাদের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল।]

নাদের। হজরৎ ! অনুগ্রহ ক'রে একটু বিলম্ব করুন।

প্রঃ কাজী। কে তুমি অকারণ আমাদের বিচারে বাধা দিচ্ছ ?

নাদের। যদি বিচার হ'ত, আমি কোন কথাই কইতুম না ; কিন্তু হজরৎ ! যদি এ অবিচার হয়—

জনৈক সভ্য। একজন বড় আমীর—বাদশার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

প্রঃ কাজী। বটে ? মশায় ! আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন। আপনার বন্ধু, আমাদের প্রিয় বাদশার হত্যাকারীর বিচার আপনি দেখুন। ঐ সেই ব্যক্তি—যে এই ঘৃণিত কাজ ক'রেছে ব'লে অভিযুক্ত !

নাদের। শুধু কি সন্দেহের বশে একে ধরা হ'য়েছে,—না কোন বিশেষ প্রমাণ আছে ?

প্রঃ কাজী। প্রমাণ আছে নিশ্চয়। প্রথম :—অপরাধী নিজের দোষ-স্খালনের জন্য একটী কথাও বলেনি। দ্বিতীয় :—(ছোরাখানি দেখাইয়া) সৈন্যেরা যখন অপরাধীকে ধৃত করে, এই ছোরা অপরাধীর হাতেই ছিল,—এবং তখনও এতে রক্তের দাগ সকলে দেখেছে।

নাদের। (অগ্রসর হইয়া ছোরাখানি লইল) কই দেখি হজরৎ ছোরা ? শুনেছিলেম, এ ছুরী মহারাণীর, না ? [বেগম ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল, কোন কথা কহিল না]—হজরৎ ! আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই যুবককে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি ?

প্রঃ কাজী। নিশ্চয় পারেন। আপনিই চেষ্টা ক'রে দেখুন, যদি ওকে দিয়ে কিছু বলাতে পারেন।

নাদের। (দারার নিকটে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া একটু সরিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে) আমি সব শুনেছি, সব জানি।

তুমি যদি না বল, আমি রাণীর কীর্ত্তি এই দরবারে সব প্রকাশ ক'রে দেব।

দারা। না না, আপনি কিছু ব'লবেন না। যা ব'লবার সব আমিই ব'লব।

নাদের। বেশ! দোষ ক'রলে একজন, তুমি কেন ম'রবে?

প্রঃ কাজী। অপরাধী কিছু স্বীকার ক'রছে?

দারা। হজরৎ! বাদশার এই নিষ্ঠুর হত্যা বড়ই অস্বাভাবিক!

১ম নাগ। ঠিক ব'লেছ—খুনটা যে অস্বাভাবিক, বড্ড ভাল ব'লেছ।

২য় নাগ। হয় তো এইজন্যেই ওকে ছেড়ে দেবে।

প্রঃ কাজী। যুবক! তোমার আর কিছু ব'লবার আছে?

দারা। হজরৎ, নররক্ত-পাত মহাপাপ!

১ম নাগ। জহ্লাদ যখন কাটতে যাবে তখনও তাকে এই কথা ব'লবে।

২য় নাগ। বড়ই ভাল কথা!

দারা। হজরৎ! সর্ব্বশেষে আমার নিবেদন—আমায় অনুমতি দিন, এই নারকীয় গুপ্তহত্যার রহস্য আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করি, গত রাত্রে কে এই ছুরী দিয়ে বাদশাকে হত্যা ক'রেছে, তা আপনাদের জানাই।

প্রঃ কাজী। তোমার ব'লবার সম্পূর্ণ অধিকার তোমায় দিচ্ছি। যুবক! তুমি অকপটে যা জান তা বল।

রাণী। (উঠিয়া) কখনও না! আমার আদেশ, অপরাধীর একটী কথাও ব'লবার অধিকার নাই! আমাদের আর প্রমাণের প্রয়োজন কি? রাত্রে রক্তমাখা হাতে যে ধরা প'ড়েছে, তার ব'লবার কি থাকতে পারে?

প্রঃ কাজী। [একখানি বড় কেতাব লইয়া রাণীকে দেখাইলেন] মহারাজ্ঞী! ইরাণের আইন আপনি নিজে পাঠ করুন!

রাণী। (পুস্তকখানি ঠেলিয়া দিয়া) হজরৎ! একি সম্ভব নয় যে, এই অপরাধী এই প্রকাশ্য দরবারে আমার স্বর্গগত স্বামীর বিরুদ্ধে এমন সব কুৎসিত কথা ব'লতে পারে, হয় তো এই দেশের সম্বন্ধে কিছু ব'লতে পারে,—এমন কি আমার বিরুদ্ধেও এরূপ মিথ্যা অভিযোগ ক'রতে পারে,—যা আমাদের শোনা উচিত নয়?

প্রঃ কাজী। কিন্তু জাঁহাপনা! আইন অমান্য ক'রবার অধিকার তো আমার নেই।

রাণী। আমার ইচ্ছা—অপরাধীর মুখ বেঁধে দেওয়া হ'ক, মৃত্যু পর্য্যন্তও আর না একটী কথা বল্‌তে পারে!

প্রঃ কাজী। মহারাণী! আমরা সকলেই আইনের অধীন।

রাণী। কখনও না—আমরা আইনের অধীন কখনও নই—অন্যের বন্ধনের জন্যই আইনের সৃষ্টি!

নাদের। হজরৎ! তা যদি হয়, তা হ'লে ঘোর অবিচার করা হবে।

প্রঃ কাজী। আপনার মত প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই। ইরাণের রাজা প্রজা, দীন দরিদ্র সকলেই এক আইনের অধীন; আইন কারুর জন্য ভিন্ন নয়। আজ যদি আইনের ব্যতিক্রম করা হয়, তবে রাজ্যে অশান্তি আসতে পারে—প্রজারা বিদ্রোহী হ'তে পারে,—শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যেতে পারে।

রাণী। আইনের মহিমা প্রচার করা অতি সহজ। আপনারা এই অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব কি তা অনুভব ক'রছেন, না? আমার মহানুভব স্বামীকে এই ব্যক্তি হত্যা ক'রেছে—হত্যা

ক'রে ধরা প'ড়েছে! আমাদের উচিত ছিল, সেই মুহূর্ত্তে ওকে হত্যা করা! আপনারা আদেশ দিন—জহ্লাদ তার কুঠারের সদ্ব্যবহার করুক।

দারা। ওঃ! ভগবান্!

রাণী। (প্রঃ কাজীর প্রতি) বলুন হজরৎ?

প্রঃ কাজী। মহিমময়ী ইরাণ-অধীশ্বরী! আপনি যা ব'লছেন, তা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব! আইন স্পষ্টাক্ষরেই ব'লছে, অতি সাধারণ হত্যাকারীও আত্মমুখে দোষ-স্খালনের অধিকার পাবে।

রাণী। সে সাধারণ হত্যাকারীর পক্ষে হ'তে পারে; কিন্তু, এই ব্যক্তি রাজ্যের অধীশ্বরকে হত্যা ক'রেছে! এ রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপার! রাজ্যের অধীশ্বর হত—আজ রাজ্যের অবস্থা বিবেচনা ক'রে দেখুন। দেশময় বিশৃঙ্খলা। রাজ্যের প্রতি রমণী আজ বিধবা, প্রত্যেক বালক আজ পিতৃহীন, প্রত্যেক প্রজা আজ রক্ষক-শূন্য। আজ যদি লক্ষ লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক হ'য়ে এই ব্যক্তি—এই হত্যাকারী—প্রকাশ্য ভাবে আমাদের আক্রমণ ক'রত, আমাদের চিন্তার কোন কারণ থাকত না! তখন রাজাদেশে ইরাণের সমস্ত প্রজা—ইরাণের সকল পর্ব্বত-দুর্গ,—ইরাণের দুর্ভেদ্য প্রাকার—এক সঙ্গে এই শত্রুকে বাধা দেবার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াত! আজ রাজ্যের স্তম্ভ চূর্ণ! আর সে স্তম্ভ চূর্ণ ক'রেছে এই নরাধম! আপনারা একে সাধারণ শত্রুর পর্য্যায়ে ফেলছেন কোন্ আইনে, আমি তা বুঝতে পারছি না।

১ম নাগ। এইবার বাবা শক্ত পাল্লায় প'ড়েছেন! এবার আর কথা কইতে দিচ্ছে না।

প্রঃ কাজী। ভাববার কথা বটে!

রাণী। আদেশ দিন—ইরাণের প্রতি গৃহচূড়ায় শোকসূচক কৃষ্ণ পতাকা উড়ুক—পথে পথে প্রজারা হাহাকার করুক—আর তৎপূর্ব্বে ঐ ছুরী দিয়ে এই পাপিষ্ঠকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে, এর বাক্‌শক্তি চিরদিনের জন্য নিরুদ্ধ করুন।

দারা। শুনুন, ইরাণের বিচারপতিগণ! শুনুন ইরাণের অধিবাসিগণ! আপনাদের আদেশে সমুদ্র গর্জ্জন ক'র্‌তে ভুলতে পারে, বায়ু স্তব্ধ হ'তে পারে; কিন্তু আমাকে যদি সত্যই ঐ ছুরী দিয়ে খণ্ড খণ্ড করেন, আমার অঙ্গের প্রতি ক্ষত-মুখ বিকট চীৎকারে আপনাদের অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ ক'র্‌বে।

প্রঃ কাজী। তোমার এ উত্তেজনায় কোন লাভ নাই; আইনে যতক্ষণ তোমায় কথা ক'বার অধিকার না দেবে, তুমি ততক্ষণ কিছুই ব'লতে পারবে না।

[রাণী একটু হাসিয়া বসিলেন—দারা হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল]

সম্রাজ্ঞী! আমি আর এই ইরাণের বিজ্ঞ বিচারকগণ, আপনার অনুমতি প্রার্থনা ক'রছি; আদেশ দিন, আমরা একটু নিভৃতে গিয়ে বিশেষ বিবেচনা ক'রে দেখি, সত্যই ইরাণের আইনে এই গুরুতর সমস্যার কি সমাধান আছে।

রাণী। যান, ভাল ক'রে দেখুন,—মনে রাখবেন, এ রাজদ্রোহী।

নাদের। যান, হজরৎ! আইন তো দেখবেনই—নিজেদের হৃদয়ের দিকে চাইতেও ভুলবেন না।

[কাজীগণের প্রস্থান।

রাণী। স্থির হ'ন নাদের খাঁ! কুগ্রহের মতনই আপনি আমাদের

জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন—বোধ হয় এই দ্বিতীয়বার। কিন্তু এবার জিত পায়া আমার!

দারা। আমার যা বক্তব্য, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি ব'লবই।

রাণী। মৃত্যুর পরে যদি কথা ক'বার সামর্থ্য থাকে, তখন ব'লো।

দারা। তুমি কি সত্যই সেই ইরাণের রাণী?

রাণী। হাঁ, এমনি হ'য়েছি!

১ম নাগ। দেখ, একবার একটা সাদা বাঘিনী একটা বাজীকর এখানে এনেছিল—দেখেছিলে? আমাদের রাণীর মুখটা অনেকটা সেইরকম নয়?

২য় নাগ। চুপ কর, শুনতে পাবে।

জহ্লাদ। মশায়রা কেন কথা কচ্ছ? এ কুড়ুলের ধার তোমাদের কথায় তো আর ভোঁতা হবে না? যদি এতই প্রাণ কেঁদে থাকে, যাও একজন পুরুতকে ডেকে নিয়ে এস—তিনি এসে যেন এর শেষ কার্য্য করেন!

দারা। এই সামান্য ব্যক্তি জহ্লাদ—যার নিত্য কার্য্য হত্যা—অনেকের চেয়ে দেখছি, এরও ভদ্রতা আছে, হৃদয় আছে!

জহ্লাদ। ভগবান্ তোমায় দেখবেন! ভয় কি? কোন পুরুত না আসে, আমিই তোমার শেষ কার্য্য ক'রব!

দারা। সত্যই কি পৃথিবীতে আর দয়া নেই? সত্যিই কি আমি বিনা বিচারে ম'রব?

রাণী। পরলোকে গিয়ে যখন আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে, তাকে বলো আমিই তোমায় পাঠিয়েছি!

দারা। হা ভগবান্!

নাদের। (জনান্তিকে) এই স্ত্রীলোককেই তুমি ভাল বেসেছিলে!

পুরোহিত। মহারাণী! আপনি এর প্রতি নিষ্ঠুর হবেন না; দেখুন, ক্ষমাই নারীর ভূষণ!

রাণী। জানি, কিন্তু আপনি কি জানেন—ও আমার কি ক'রেছে?

পুরো। জানি বই কি—ও আপনার স্বামীকে হত্যা ক'রেছে!

রাণী। আমার হৃদয়কে পাষাণ ক'রেছে,—আমার হৃদয়ের সমস্ত মায়া মমতাকে বিষাক্ত ক'রেছে,—দয়া, স্নেহ, করুণা—যা কিছু সৎপ্রবৃত্তি আমার ছিল—সব সমূলে তুলে ফেলেছে! আমার প্রাণকে মরুভূমি ক'রে দিয়েছে! আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে —সর্ব্বনাশ করেছে! (ক্রন্দন)

২য় নাগ। আহা! স্বামীর শোক!

৩য় নাগ। অমন বজ্জাত স্বামীকে ও এমন ভালবাসত? আহা!

রাণী। এরা এত বিলম্ব ক'রছে কেন? (পুরোহিতকে) যান তাদের বলুন—তারা শীঘ্র আসুন। আমি আর এখানে বসতে পারছি নি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? দেখুন দেখি, আমার এই কপালে রক্তের কালি দিয়ে লেখা আছে কি না—"প্রতিহিংসা"? কাল রাত্রে আমি আয়নায় স্পষ্ট দেখেছিলেম—স্পষ্ট দাগ—অতি সুস্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে লেখা "প্রতিহিংসা!" একটু জল দয়া ক'রে এনে দিন—আমি কপালটা ধুয়ে ফেলি, দিনের বেলায় সে দাগ—ওঃ আমার মাথা জ্বলে যাচ্ছে! জল দিয়ে ধোয়া যাবে না!—একখানা ছুরী দিন—আমি কেটে কেটে সে লেখা তুলে ফেলি!

পুরো। খুবই স্বাভাবিক। এ গভীর শোক যে উন্মাদ ক'রবে, এ আর বিচিত্র কি? নিদ্রিত স্বামীর বক্ষে যে হাত

ছুরী বসিয়েছে, চোখের সাম্‌নে তা দেখলে এমনিই হয় বটে!

রাণী। হাঁ,—ইচ্ছা হ'চ্ছে, হাতখানা পুড়িয়ে ফেলি—পুড়িয়ে ফেলি!

পুরো। তবুও অপরাধীকে ক্ষমা করবার চেষ্টা করা উচিত!

রাণী। ক্ষমা? এ জীবনে কেউ আমায় ক্ষমা করে নি! সে কি তা আমি জানি না!—এই যে এঁরা সব এসেছেন।

(কাজীগণের প্রবেশ)

প্রঃ কাজী। দুনিয়ার মালেক! প্রজার পালয়িত্রী! ইরাণের মহিমময়ী অধীশ্বরী! যে গুরুতর সমস্যার মীমাংসার জন্য আমরা আদিষ্ট হ'য়েছিলেম—

রাণী। আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই—বলুন।

প্রঃ কাজী। ইরাণের আইন বলে, যে কোন ইরাণী গুপ্তভাবেই হ'ক —বা প্রকাশ্যেই হ'ক—ইরাণের অধীশ্বরকে হত্যা করে, তাকে ধরবামাত্রই বিনা বিচারে হত্যা করা যেতে পারে;— কিংবা বিচারার্থ নীত হ'লে, নির্ব্বাক্‌ভাবে সে চরম দণ্ড গ্রহণ ক'রতে বাধ্য; তার দোষ-স্খালনের জন্য ব'লবার কোন অধিকারই নেই।

রাণী। চমৎকার আইন! এ আইনের মর্য্যাদা রাখতে আমরা বাধ্য! আইন—প্রণেতারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র! তা হ'লে আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই—আদেশ দিন—এই রাজদ্রোহীকে জহ্লাদ এখনি হত্যা করুক!

প্রঃ কাজী। মহারাজ্ঞী! অধীনের আর একটু নিবেদন আছে।

রাণী। কি বলুন?

প্রঃ কাজী। এই ব্যক্তি ইরাণী নয়—খোরাসানী। আপনাকে

পূর্ব্বে যা ব'ল্লেম—সে আইন ইরাণের পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু খোরাসানীর পক্ষে নয়। খোরাসানীকে আমাদের প্রজা ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারি না—কারণ, এ বিদেশী! ইরাণের আইন অতি উদার। যে অধিকার ইরাণের নিজস্ব প্রজার নাই—সে অধিকার বিদেশীকে সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে। এ ব্যক্তি ইচ্ছা ক'রলে, এর দোষ-স্খালনের জন্য সকল প্রমাণ পেশ ক'রতে পারে। কারণ, একে যদি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়—তাহ'লে আমাদের বিদেশস্থ অন্যান্য প্রজারা বিদ্রোহ ক'রতে পারে—এমন কি যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতে পারে।

রাণী। আমার স্বামীর নিকট যে চাকরী ক'রত, সে কি বিদেশী ব'লে গণ্য হবে ?

প্রঃ কাজী। সাত বৎসর চাকরী না ক'রলে, কোন বিদেশী ইরাণের নাগরিক ব'লে গণ্য হ'তে পারে না।

দারা। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন হজরৎ! চমৎকার আইন। এ আইনের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে আমরা সকলেই বাধ্য!

রাণী। এই কি আইন ?

প্রঃ কাজী। নিঃসন্দেহ।

রাণী। কই দেখি আপনার কেতাবে কি লেখে ?

প্রঃ কাজী। এই দেখুন! (দেখাইলেন)

রাণী। (দেখিয়া) ওঃ! রক্তের অক্ষরে লেখা! অভিশপ্ত আইন! [পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন] (পার্শ্বস্থ সভাসদ্‌গণের প্রতি) আমার অশ্ব প্রস্তুত ক'রতে বলুন, আমি এখনি এই অভিশপ্ত দেশ পরিত্যাগ ক'রে যাব!

সভাসদ্‌গণ। এখনি ?

রাণী। আর কথায় প্রয়োজন নেই—যান !

[সভাসদ্‌গণের প্রস্থান।

(প্রধান কাজীর প্রতি) হাঁ—এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন ! আপনারা যা ব'লেছেন, এই যদি সঙ্গত হয়—হাঁ, আপনারা যখন ব'লছেন, তখন নিশ্চয়ই সঙ্গত, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই,—আমি এই রাজ্যের সম্রাজ্ঞী—আমি ইচ্ছা কল্লে এই বিচার মুলতবী রাখতে পারি কি ?

প্রঃ কাজী। না—এ রাজহত্যার বিচার—এখনি শেষ ক'রতে হবে।

রাণী। এই হীন ব্যক্তি হয় তো নিজের প্রাণরক্ষা কর'তে অনেক মিথ্যা কথা ব'লবে ; হয় তো আমাদের সম্বন্ধে ও এমন কিছু রূঢ় ব'লতে পারে—যা সত্যই আমাদের পক্ষে অশ্রাব্য ! আমার আর এখানে অপেক্ষা করা উচিত নয়—রক্ষী, অগ্রসর হও।

প্রঃ কাজী। মহারাজ্ঞী ! তাও হ'তে পারে না।

রাণী। হ'তে পারে না ? আমি ইরাণের অধীশ্বরী, আমার এইটুকু স্বাধীনতা নেই ? আমি ইচ্ছা ক'রলে এখান থেকে চ'লে যেতে পারি না ?

প্রঃ কাজী। যেতে পারেন না। আপনি ইরাণের অধীশ্বরী ব'লেই বিচারকালে আপনাকে এখানে উপস্থিত থাকতেই হ'বে। আপনি এই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী ! আজ রাজা নেই, আপনিই তাঁর প্রতিভূ ! আপনি এ স্থান ত্যাগ ক'রতে পারেন না।

৩য় নাগ। দেখ্‌লে ? আমার কথা মিলিয়ে গেলে ? বাদশা ম'রে গেলে বেগমরা সব পুরুষ হয় ? ঐ শোন !

রাণী। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনারা আমাকে এখানে জোর ক'রে আট্‌কে রাখবেন ?

প্রঃ কাজী। আপনি ইরাণের আইনের অমর্য্যাদা ক'রবেন না—এই আমাদের সমবেত অনুরোধ।

রাণী। (উঠিয়া) আমি আর এখানে অপেক্ষা ক'রতে পারি না।

প্রঃ কাজী। এই গৃহরক্ষী কে আছে ?

[প্রহরী প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল]

প্রঃ কাজী। তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য কর—দ্বার বন্ধ ক'রে দাও।

[রাণী দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলে প্রহরী নতজানু হইল]

প্রহরী। জাঁহাপনা ! গোলামের গোস্তাকী মাপ হয়—আমাকে অপরাধী ক'রবেন না !

রাণী। আমার এই সভাসদ্‌গণের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে এই গোলামের হাত থেকে আমার মর্য্যাদা রক্ষা করে ?

জনৈক ওমরাহ। (তরবারি খুলিয়া) সম্রাজ্ঞী ! আমি আছি।

প্রঃ কাজী। ওমরাহ সোরাব ! সাবধান !—সেনাপতি ! (সেনাপতির প্রতি ফিরিয়া) যে ব্যক্তি এই দরবারের একজন সামান্য কর্ম্মচারীর প্রতি তরওয়াল তুলবে, জানবেন মৃত্যুই তার শাস্তি।

রাণী। ওমরাহগণ ! আপনারা তরবারি কোষাবদ্ধ করুন ! আমি শুনব—এই ব্যক্তি কি বলে। (বসিলেন)

প্রঃ কাজী। দারা জোবেয়ার ! এই বালির ঘড়ি রাখলেম ; যতক্ষণ এই বালি নিঃশেষ হ'য়ে অপর প্রান্তে পড়বে, ইরাণের আইন তোমাকে ততটুকু সময় দেবে তোমার আত্মকাহিনী ব'লবার ! বল তুমি কি ব'লবে ?

দারা। হজরৎ! এইটুকু সময় আমার যথেষ্ট!

প্রঃ কাজী। তুমি জীবনের তটপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছ; দেখো, বৃথা মিথ্যা ব'লো না!

দারা। যদি মিথ্যা বোঝেন, আমাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা ক'রবার আদেশ দেবেন।

প্রঃ কাজী। (বালির ঘড়িটী সম্মুখে স্থাপন করিয়া) আসামীর বক্তব্য যতক্ষণ শেষ না হয়—ততক্ষণ সকলে স্থির হ'ন।

দারা। ইরাণের মহামান্য বিচারপতিগণ! আমি বুঝতে পারছি না, আমার জীবনের কাহিনী কোন্‌খান থেকে আরম্ভ ক'রব? খোরাসানের পূর্ব্ব অধীশ্বর জাফর খাঁর নাম বোধ হয় এখনও আপনাদের স্মরণ আছে,—আমি তাঁরই হতভাগ্য পুত্র! এই বিশ্বাসঘাতক নরপতি দাউদ শা তাঁকে প্রতারিত ক'রে হত্যা ক'রে।

প্রঃ কাজী। তুমি সাবধান হ'য়ে কথা কও। ইরাণের অধীশ্বর এখন পরলোকে; তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা ব'লে তোমার কোন লাভ নেই।

১ম সভা। এই খোরাসানের জাফর খাঁর পুত্র?

দারা। আমি স্বীকার করছি—আমার মহানুভব পিতার শোচনীয় হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমি ইরাণে এসেছিলেম—দাউদ শার দাসত্ব স্বীকার ক'রেছিলেম, অল্পদিনের মধ্যে দাউদ শার বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেম, এবং তাঁর একজন আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হ'য়েছিলেম! দাউদ শা আমায় বিশ্বাস ক'রত—একদিন আমার পিতা এই দাউদ শাকে যেভাবে বিশ্বাস করেছিলেন।

প্রঃ কাজী। (ঘড়ি দেখাইয়া) দেখ, সময় অল্প—ইরাণ-অধিপতির হত্যার কথাই সংক্ষেপে বল।

দারা। হজরৎ, সংক্ষেপেই ব'লছি। কাল রাত্রে যখন প্রাসাদের ঘড়ীতে বারোটা বাজ্‌ল,—আমি একটা দড়ির সিঁড়ি খাটিয়ে দাউদ শার মহলে প্রবেশ করি। তখন বাইরে ঝড়, বজ্রের আস্ফালন,—কিন্তু আমার পদদ্বয় দৃঢ়, সঙ্কল্প স্থির! আমি ধীরে ধীরে সম্রাটের শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রলেম। দেখলেম, পিতৃহন্তা নিদ্রিত। অভিশাপের বাণী তখনও যেন তার নিদ্রিত ওষ্ঠে ফুটে উঠেছিল! এই ছুরী, ঘরে ঢোকবার সময়েই কুড়িয়ে পেয়েছিলেম। এই ছুরী আমার পিতৃহন্তার বক্ষে আমি আমূল বসিয়ে দিই।

রাণী। (উঠিয়া) ওঃ!

দারা। (দ্রুতভাবে) আমি দাউদ শার হত্যাকারী। হজরৎ, আমার শাস্তির ব্যবস্থা করুন। এ পৃথিবী আমার চ'খে এখন অন্ধকার কারাগার। আমায় হত্যা করুন—আমি অন্ধকারে আলো দেখি!

প্রঃ কাজী। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আজ রাত্রিশেষে তোমার ছিন্ন মুণ্ড ইরাণের বধ্যভূমি স্পর্শ ক'রবে।—জহ্লাদ! অপরাধীকে কারাগারে নিয়ে যাও! [প্রহরীরা দারাকে লইয়া যাইতেছে, রাণী সিংহাসন হইতে উঠিয়া সেইদিকে ছুটিয়া যাইতেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগার-সম্মুখ

(দুইজন কারারক্ষী)

১ম। দেখি, এবারে কি দান পড়ে!

২য়। আমার দান নয়।

১ম। আমার দান ছয়। (পাশা ফেলিল) বাবা! ছয়ও নয়, নয়ও নয়, প'ড়ল পঞ্জুড়ী।

২য়। আমি আর খেলব না, শেষকালে কি সর্ব্বস্ব খোয়াব?

১ম। খেলবো না তো কি ক'রব? শুধু শুধু রাত জাগা যায়? কাটবে তো সেই সকাল বেলা।

বেড়ে মজার আসামী! সকাল বেলা মরবে, কেমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছে, একটুও ভয় নেই।

ছেলেটি বেশ, মুখ দেখে মায়া হয়।

রাণীরও বোধ হয় মুখ দেখে মায়া হ'য়েছিল। শুনেছি বড় কাজীর কাছে রাণী নিজে মুক্তি ভিক্ষা করেছিলেন।

বটে? কাজী সাহেব কি বল্লে?

কাজী সাহেব বল্লে 'কভি নেহি,—বিচার—বিচার! একবার যখন হুকুম দেওয়া হয়েছে, তখন কিছুতেই নড়চড় নেহি।'

রাণীর কথাও শুনলে না?

বাবা! ইরাণের আইনের কাছে রাজাও নেই রাণীও নেই। বিচারে যখন ঠিক হয়েছে ওর মাথা কাটবে, তখন কাঁচা মাথাটা উড়িয়ে দেবেই।

তারপর যদি ইচ্ছা হয়, পরে ক্ষমা ক'রতে পারে। এতক্ষণ জহ্লাদ বোধ হয় কুড়ুল শানাচ্ছে।

২য়। শানাবেনা? তবে আমার বোধ হয়, কুড়ুলের দরকার হবে না।

১ম। কেন?

২য়। লোকটা বড়লোকের ছেলে, কোথাকার সর্দ্দার নাকি ওর বাপ; আমাদের দেশে আইনে আছে, বড় ঘরোয়ানার যদি কারো এই রকম শাস্তি হয়, সে বিষ খেয়েও মরতে পারে।

১ম। বিষ পাবে কোথায়?

২য়। তুই নতুন চাকরীতে ঢুকেছিস, সকল খবর জানিস না। বিষ আসামীর কাছেই রাখা হ'য়েছে; আসামী যদি বিষ খেয়ে মরে, তবে জহ্লাদের কুড়ুল শানানই সার হবে।

১ম। তাহ'লে আমার বোধ হয়, ও বিষ খেয়েই ঘুমুচ্ছে, আর জাগবে না।

২য়। আশ্চর্য্য নয়।

১ম। চল্ না গিয়ে দেখি।

২য়। সময় না হ'লে গিয়ে দেখবার হুকুম নেই।

[নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত]

২য়। এত রাত্তিরে এ খোঁয়াড়ের দরজায় ঘা মারে কে?

১ম। সকাল হ'ল নাকি?

২য়। দূর! এই তো সবে বারোটা বাজল। দেখনা হে কে দরজা ঠেলে।

১ম। আহা! বেচারী ঘুমুচ্ছে, ঘুম ভেঙ্গে যাবে। (জানালা দিয়া দেখিয়া) ওহে মেয়েমানুষ!

২য়। দেখতে কেমন?

১ম। (দেখিয়া) মুখ ঢাকা।

২য়। তাহ'লে হয় খুব সুন্দর, না হয় খুব কুৎসিত; এই দুইরকমের মেয়েমানুষেই মুখ ঢেকে বেড়ায়। আসতে দাও (দরজা খুলিল)

(মুখ ঢাকা ইরাণের রাণীর প্রবেশ)

রাণী। এই কারাগারের অধ্যক্ষ কে?

২য়। (অগ্রসর হইয়া) আমি।

রাণী। আসামীর সঙ্গে আমি একবার দেখা ক'রব, একা—কেউ থাকবে না।

২য়। তা তো হ'তে পারে না, নিয়ম নেই।

[রাণী একটী আংটী খুলিয়া দেখাইল]

২য়। (সেলাম করিল এবং কারাগারের চাবি খুলিয়া দিয়া ১ম সিপাহীর প্রতি) একটু বাইরে চল।

[১ম সিপাহীর প্রস্থান।

রাণী। (দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি একটু অপেক্ষা কর। আসামীকে কখন্ বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে?

২য়। রাত তিনটেয়; কিন্তু আমার বোধ হয়, বধ্যভূমিতে আর নিয়ে যেতে হবেনা, আসামী বিষ খেয়েই মরবে; বড়লোকেরা প্রায়ই তাই ক'রে থাকে।

রাণী। বিষ! বিষ কোথায় পাবে?

২য়। ঐ ঘরেই আছে। আসামীকে ব'লে বিষ রাখা হ'য়েছে।

রাণী। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

২য়। আপনি রাণীর নাম লেখা আংটী এনেছেন, আপনার হুকুম পালন ক'রতে আমরা বাধ্য। (স্বগত যাইতে যাইতে) কে চিন্‌তে পারলুম না। হাত দু'খানা বেশ টক্‌টকে গোলগাল। রাণীর

কোন বাঁদী বোধ হয় ছোঁড়াটার প্রেমে পড়েছে, তাই শেষ দেখা দেখতে এসেছে। ওঃ মরবার সময়ও ছাড়ে না!

[প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

[কারাভ্যন্তর,—একটি খাটিয়ার উপর দারা নিদ্রিত। একটু তফাতে একটী চৌকীর উপর বিষপাত্র রহিয়াছে; কক্ষ গাত্রে মশালের আলো জ্বলিতেছে। রাণী কারাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার অঙ্গাবরণ খুলিয়া রাখিলেন।]

রাণী। আমার এই আংরাখা গায়ে দিয়ে যদি পালায়, কে ধ'রবে? এত ক'রে ব'ললুম,—কেউ আমার কথা শুনলে না, কিন্তু এখন? যখন দেখবে যে পাখী পালিয়েছে, তখন কি করবে? তারপর, আমার? যা হয় হবে। মৃত্যুত আছেই। আগে বুঝতে পারি নি। আমার মর্য্যাদা রাখতে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে—এত মহৎ! (একটী টেবিলে বিষপাত্র দেখিলেন; পাত্রটী লইয়া) এই বিষ? কি উগ্র গন্ধ! কি অপরিসীম শক্তি এইটুকুর; খেলেই ত সব যন্ত্রণা যাবে। শোণিতের দ্রুতগতি, হৃদয়ের স্পন্দন, এই নিঃশ্বাস—কিছুই থাকবে না। আমি ম'রব—দেহটাকে টেনে ফেলে দেবে। এই সুন্দর, এই বলিষ্ঠ দেহ, যাকে আমি যত্ন ক'রে সাজিয়েছি, যার উপর কত অত্যাচার সহ্য ক'রেছি, যাকে দেখে দারা ভাল বেসেছে—না না—ভালবাসে নি দেখে—ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে। এই দেহ মাটীতে পড়ে প'চবে, তাতে পোকা কিলবিল করবে, উঃ! আর এই দেহের মধ্যে আমার যে আত্মা,—তার কি হবে?

কোন্ নরকে,—কি কল্পনাতীত যন্ত্রণার মধ্যে—ওঃ মাথা ফেটে যায়, মনে করতেও সর্ব্বশরীর শিউরে উঠে! [পাত্রটী রাখিলেন এবং ধীরে ধীরে কারা-প্রাচীর হইতে মশালটী লইয়া দারার শয্যার নিকটে গেলেন। নির্নিমেষ-নয়নে দারাকে দেখিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন] কি প্রশান্ত মুখ! অঘোরে ঘুমুচ্ছে। (বাহিরের ঘড়িতে দুইটা বাজিল) এ সময়ের গতি কেউ রোধ করতে পারে না? এইবারেই তো সেই শেষ মুহূর্ত্ত আসবে; তবে আর বিলম্ব কেন? কেন? কেন? [পুনরায় টেবিলের নিকটে গিয়া বিষপাত্রটী লইলেন।] এইটুকু খেলেইতো সব—সব ফুরুবে! যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্তের উপায়তো এই! তবে বেঁচে থাকবো কেন? কেন বেঁচে থাকবো? দারা পালাবে; নির্দ্দোষী—সে ফুলের মত পবিত্র। আমায় ভালবাসে না, কিন্তু আমার জন্য মৃত্যুকে বুক পেতে নিলে। আমি কি মনে করেছিলুম, আর সে কি ক'রলে! তার প্রায়শ্চিত্ত (বিষ ভক্ষণ করিয়া) এতে কি হবে? [বিষপাত্রটী ফেলিয়া দিলেন, সেই শব্দে দারা চমকাইয়া জাগিয়া উঠিল। দারা জানিল না, রাণী কি করিয়াছেন; উভয়ে উভয়ের মুখের পানে বিস্ময় অবাকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাণী অতি মৃদু করুণ স্বরে বলিলেন] আমি তোমার ক্ষমা চাইতে আসিনি, আমি জানি আমি ক্ষমার অযোগ্যা; আমার মত পাপীয়সী এ পৃথিবীতে কেউ জন্মায় নি কেউ জন্মাবেনা, আমি মন্ত্রীদের, বিচারপতিদের আমার পাপকাহিনী সব ব'লেছি। তোমার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ক'রেছি; তারা আমার কোন কথা শোনেনি; ব'লেছে আমি

উন্মাদ, শোকে উন্মাদ! ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রেছি, তবু আমার কথা বিশ্বাস করে নি। তারপর, কোন উপায় না দেখে, দারা, তোমার কাছে ছুটে এসেছি নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চাইতে। আমার একটী কথা শোন, আমার একটী কথা রাখ, আমার শেষ অনুরোধ! এই আংটীটী নাও, ইরাণের রাজ-অঙ্গুরীয়, আমার এই আংরাখা পর; এই আংটী যাকে দেখাবে সেই তোমায় বিনা আপত্তিতে এই কারাগার থেকে বেরিয়ে যেতে দেবে। ফটকের বাইরে সজ্জিত অশ্ব দেখতে পাবে, সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে এই পাপ রাজ্য ত্যাগ ক'রে চ'লে যাও— যেখানে তোমার ইচ্ছা—তোমার পিতৃরাজ্য সেই খোরাসানে। (একটু পরে) একি! কথা কচ্ছ না কেন? বুঝতে পাচ্ছ না? আর সময় নেই, এখনি জহ্লাদ আসবে; নাও, আংটী নাও। একি! এখনও কথা কচ্ছ না কেন? আমার হাতের দান ব'লে কি তুমি এ নেবে না?

দারা। দাও। (আংটী লইলেন)

রাণী। এখনি এ স্থান ত্যাগ কর।

দারা। ক'রব!

রাণী। ভগবান্ তোমায় নিরাপদ করুন, জয় জগদীশ্বর!

দারা। জীবন যে এত মধুর তা কখনো জানি নি!

রাণী। যাও, আর দেরি ক'রোনা। এক একটী মুহূর্ত্ত যাচ্ছে, আর আমি মৃত্যুর পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। এই আমার আংরাখা নাও, পর, এখান থেকে চ'লে যাও।

দারা। জহ্লাদ আসুক।

রাণী। কে আসবে?

দারা। (ধীরভাবে) জহ্লাদ।

রাণী। না, না।

দারা। সেই কেবল আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে, আর কেউ নয়।

রাণী। আর আমার পাপের ভার বাড়িও না, আমি আর সহ্য ক'রতে পারবো না। পরকালে গিয়ে দু'জনের ছিন্নশির আমায় উন্মাদ ক'রবে। তুমি আমায় রক্ষা কর, বাঁচাও—এখনি এস্থান ত্যাগ কর ; পালাও।

দারা। আর তুমি ?

রাণী। আমি! আমি তো মরেই ছিলেম! কোনদিনই তো বেঁচে ছিলেম না, আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি। শোন দারা, তুমি পালাও। আমি বিষ খেয়েছি, আমার সময় সংক্ষেপ হ'য়ে আসছে। আমার জন্য তোমার আর ভাবতে হবে না ; কিন্তু তুমি যদি দেরী কর, জহ্লাদ আসবে, বিচারপতিরা আসবে, তখন কেউ তোমায় রক্ষা ক'রতে পারবে না। আমার কথা শোন, পালাও।

দারা সেকি! তুমি বিষ খেয়েছ ?

রাণী। খাব না ? পুরুষ, তুমি ম'রতে পার, আমি পারি না ?

দারা কি ক'রেছ নারী—কি ক'রেছ ?

রাণী। যা আমার মত পাপীর করা উচিত তাই করিছি। এই কারাগারেই এরা তোমার জন্য বিষ রেখেছিল, তারা ভুল ক'রেছিল। অপরাধী কে, তা তারা চিনতে পারে নি। শাস্তির যোগ্য কে, তা তারা বুঝতে পারে নি। এইবার আমি নির্ভুল বিচার করিছি। যাও দারা, তুমি পালাও!

দারা। ভুল নয়, বিচার তারা ঠিকই ক'রেছিল, শাস্তির যোগ্য তুমি নও—আমি। আমি যে জানি প্রলোভনের কি মোহকরী শক্তি! সে নিমেষে কেমন ক'রে উন্মাদ করে! তুমি তোমার স্বামীকে হত্যা ক'রেছ, কিন্তু আমি জানি, সে হত্যার কারণ—আমি। যদি হত্যার শাস্তি হত্যা হয়, তাহ'লে আমারও বাঁচবার কোন অধিকার নেই। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার স্বামীর হত্যার কল্পনা ক'রেছি, আর তুমি ক্ষণিক উত্তেজনার বশে আমারই জন্য সেই হত্যা নিজ হাতে ক'রেছ। মানুষের বিচারে যাই হ'ক, ঈশ্বরের বিচারে তোমার চেয়ে আমার পাপ গুরুতর। তুমি নারী, সহজে দুর্ব্বলচিত্ত; আমি পুরুষ। তোমার দোষ কি? আমার দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল, সাবধান হওয়া উচিত ছিল, তোমায় কিছু না ব'লে তোমার পথ থেকে সরে যাওয়া উচিত ছিল।

রাণী তাহ'লে তুমি যাবে না? আমার সব ব্যর্থ হ'ল? আমার শেষ আশা, আমার মৃত্যুকালে এইটুকু শান্তি, তাও আমি পাব না? আমার সব বৃথা হ'ল, ব্যর্থ হ'ল? ওঃ, পাপীয়সী আমি!

[রাণী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শয্যায় বসিলেন]

দারা, দারা, পালাও—আমার কথা রাখ। ঐ নরক আমায় গ্রাস ক'রতে আসছে! ঐ রক্তের ঢেউ—চোখে, মুখে, নাকে! উঃ—নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেল। কে আছ? কে আছ? আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর—হত্যাকারিণীকে রক্ষা কর! উঃ! কি যন্ত্রণা, কি যন্ত্রণা! মানুষ আমায় ক্ষমা না করুক—ঈশ্বর! ঈশ্বর! তুমি কি আমায় ক্ষমা ক'রবে না? [মৃত্যু]

দারা। যাক্—সব শেষ! অভাগিনী নারী, তুমি দেবী হ'তে পারতে—

কিন্তু পুরুষের অত্যাচারে, উৎপীড়নে, অবহেলায়, লাঞ্ছনায়, আজ তোমার কি শোচনীয় পরিণাম! তুমি ম'রে গেলে, কিন্তু তোমার সমস্ত অপরাধের জন্য দায়ী আমি! আমিই কি বেঁচে থাকবো? (বাহিরে কোলাহল ও পদশব্দ শুনিয়া) বোধ হয় জহ্লাদ প্রস্তুত হ'চ্ছে, কিন্তু জহ্লাদের হস্তে নয়, [রাণীর কটী-দেশ হইতে ছুরী লইয়া] এই ত উপায়। রাণী, তুমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে জান, আমি কি জানিনা? দাঁড়াও—যদি নরকে যেতে হয়, দু'জনে একসঙ্গে যাই। তুমি যদি নরহন্ত্রী, আমিও নরহন্তা,—নারী-হন্তা।

[ছুরী লইয়া বুকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত, গুলরুখ্‌ পশ্চাৎ হইতে বলিল]—

গুল। দারা, এখনও মোহ?

[দারা স্তম্ভিত হইয়া যেমন ফিরিল, গুলরুখ্‌ প্রবেশ করিয়া ছুরীখানি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিল]

দারা একি! গুলরুখ্‌! এখানেও তুমি?

গুল। হাঁ আমি। ম'রবার তোমার কি অধিকার আছে দারা? মনে ক'রে দেখ দারা, কত কতদিন আগে একদিন আঙ্গুর ক্ষেতে ঘুমুচ্ছিলে, একটা সাপ তোমায় দংশন ক'রবার জন্য ফণা তুলেছিল; আমি দূরে ছিলেম, ছুটে এসে সাপটাকে কেটে ফেলি, তোমায় ডেকে তুলি; তুমি আনন্দে হাত ধ'রে ব'লেছিলে গুলরুখ্‌ আজ থেকে এ প্রাণ তোমার। তোমার সেই দেওয়া প্রাণ তুমি নিজের হাতে বধ ক'রবে কোন্ অধিকারে?

দারা। কিন্তু গুলরুখ্‌, প্রায়শ্চিত্ত যে প্রয়োজন। তোমার কাছে বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রেছি। এই নারী নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক—একে নরহন্ত্রী

ক'রেছি। আমারই জন্য—গুলরুখ্—আমারই জন্য এই হত-ভাগিনী আত্মহত্যা ক'রেছে। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখেছি; এখনও কি আমায় বেঁচে থাকতে বল ? আর বেঁচে থাকবই বা কি ক'রে ? [ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিল] ঐ শোন আমার মৃত্যুর আহ্বান। ঐ জহ্লাদ আসছে,—এখনিতো বধ্য-ভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা ক'রবে। গুলরুখ্, তুমি আমায় ক্ষমা কর; আমি তোমায় ভুলে অন্য নারীকে দেখে মুগ্ধ হ'য়েছিলেম —তুমি আমায় ক্ষমা কর।

গুল (কাঁদিতে কাঁদিতে) যদি তোমারই মৃত্যু হয় দারা, তবে কি আমি বেঁচে থাকবো ?

(প্রধান বিচারপতি, নাদের খাঁ, ইসুফ ও জহ্লাদের প্রবেশ)

বিঃ-পতি। কোথায় অপরাধী ? একি! তুমি কে ? আর এ কে ? ইরাণের রাণী !

নাদের সেকি !

ইসুফ। দারা—দারা—ভাই, শেষ এই ক'রলি ! যদি চাকর ব'লেও সঙ্গে রাখতিস্, তোকে কখন মরতে দিতুম না। একি ! গুলরুখ্, বোন, তুই এখানে !

বিঃ-পতি। কিছুই তো বুঝতে পারছি না। রাণী এখানে মৃতা। এ বাঁদীই বা কে ? নাদের খাঁ, আপনি অপরাধীকে শেষবার দেখতে এসেছিলেন, কিছু বুঝতে পারছেন কি ?

নাদের। না।

গুল। হজরৎ, আমি রাণীর নূতন বাঁদী।

বিঃ-পতি। তুমি এখানে কেন ?

গুল। রাণী আমায় সঙ্গে ক'রে আনেন। এই কারাগারে প্রবেশ

করবার সময় আমায় বাইরে অপেক্ষা ক'রতে আদেশ করেন ;—ব'ল্লেন যে, তিনি প্রায়শ্চিত্ত ক'রবেন, আসামীকে মুক্ত ক'রে দেবেন। আমার হাতে এই পাঞ্জা, এই পেটিকাটী রেখে যান। তাঁর আদেশ ছিল, প্রধান কাজী এখানে এলে তাঁকে দিতে। রাণীর ফেরার বিলম্ব দেখে আমার মনে সন্দেহ হয়, মনে হয় বুঝি রাণীর আরও কিছু দুরভিসন্ধি আছে। আমি প্রহরীকে এই পাঞ্জা দেখিয়ে এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করি।

বিঃ-পতি। কৈ দেখি, (পেটিকাটী খুলিয়া পড়িলেন) "দারার কোন অপরাধ নেই। আমি আমার স্বামীকে হত্যা ক'রেছি। ইরাণের রাণীর শেষ ভিক্ষা—দারার মুক্তি।"

নাদের। নারী-চরিত্র কিছুই বুঝলেম না। তা হ'লে হজরৎ, এখন দা:. হবে?

বিঃ-পতি। রাণী পূর্ব্বেও একথা ব'লেছিলেন, আমরা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু রাণীর এই মৃত্যুই রাণীর এই কথাকে সত্য ব'লে সাক্ষ্য দিচ্ছে। উঃ! ইরাণের আজ কি দুর্দ্দিন! দারা, তুমি মুক্ত।

ইয়ুফ। (দারাকে অলিঙ্গন করিয়া) দারা! দারা! গুলরুখ্, দারার হাত ধরে নিয়ে যাও,—আয় বোন!

নাদের। আর এখানে নয়, চল দারা তোমার পিতৃরাজ্যে আমরা যাই। তুমি এখন সেখানকার রাজা, আর গুলরুখ্ সেখানকার রাণী।

দারা। (গুলরুখের হাত ধরিয়া) গুলরুখ্, এই নারীকে অভিবাদন কর—ইনিই জীবনে মরণে ইরাণের রাণী।

A

COMPREHENSIVE NOTE

ON

(P. C. Banerjea's)

THE GOLDEN BOOK

OF

Prose & Poetry

BOOK III.

New Edition

CALCUTTA

PUBLISHED BY

SARAT CHANDRA MITRA & SRISH CHANDRA MITRA

THE NEW BENGAL PRESS : 68, COLLEGE STREET.

Price Re. 1/8.